রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ৪, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/৩০ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

এস,আর,ও নং ২৪৩-আইন/২০২২।—হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— ১) এই বিধিমালা হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) 'অংশীদার' অর্থ নিবন্ধিত হজ এজেন্সি অথবা ওমরাহ এজেন্সির নির্দিষ্ট অংশের মালিক;

(খ) 'আইন' অর্থ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৯ নং আইন);

(গ) 'ই-হজ ব্যবস্থাপনা' অর্থ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিচালিত হজ ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) 'উদ্ভূত পরিস্থিতি' অর্থ দৈব-দুর্বিপাক, মহামারি, ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) 'কেন্দ্রীয় সার্ভার' অর্থ হজ সংক্রান্ত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রি-রেজিস্ট্রেশন বা রেজিস্ট্রেশন প্লাটফর্ম (পিআরপি) সার্ভার;

মূল্য : টাকা ৪৮.০০

(চ) 'জন্ম নিবন্ধন' অর্থ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) অনুযায়ী উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত সনদ;

(ছ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার কোনো তফসিল;

(জ) 'তাসরিয়াহ' অর্থ মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত বাড়ি ভাড়ার বিনিময়ে হজযাত্রীদের ব্যবহারের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমতিপত্র;

(ঝ) 'তাসনিফ' অর্থ মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত হোটেল/বাড়ি ভাড়ার বিনিময়ে হজযাত্রীদের ব্যবহারের লক্ষ্যে রাজকীয় সৌদি সরকারের অনুমতিপত্র;

(ঞ) 'ফরম' অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে সংযোজিত কোনো ফরম;

(ট) 'বাড়ি' অর্থ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত, তাসরিয়াহ বা তাসনিফযুক্ত, আবাসিক বাড়ি, হোটেল, বোর্ডিং বা মুসাফিরখানা, ইত্যাদি;

(ঠ) 'মোয়াল্লেম' অর্থ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক হজ ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োগকৃত ব্যক্তি বা সংগঠন;

(ড) 'মোয়াচ্ছাছা' অর্থ মক্কাস্থ দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা যাহা বর্তমানে দক্ষিণ এশীয় মোতাওয়েফ কোম্পানি নামে অভিহিত;

(ঢ) 'মাহরাম' অর্থ ইসলামী পরিভাষায় বর্ণিত পুরুষ যাহার সহিত কোনো মহিলা হজযাত্রীর হজে গমন বৈধ;

(ণ) 'মোনাজ্জেম' অর্থ পবিত্র হজের সময় নিবন্ধিত হজ এজেন্সির মালিকের পক্ষে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি;

(ত) 'লিড এজেন্সি' অর্থ একাধিক এজেন্সির মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে হজ পালনে নেতৃত্বদানকারী এজেন্সি;

(থ) 'সনদ' অর্থ হজযাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন বা নিবন্ধন সম্পন্ন হওয়ার পর ইস্যুকৃত সনদ;

(দ) 'স্বত্বাধিকারী' অর্থ নিবন্ধিত হজ অথবা ওমরাহ এজেন্সির মালিক;

(ধ) 'হজ গাইড' অর্থ হজযাত্রীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্য সরকার বা এজেন্সি কর্তৃক নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি; এবং

(ন) 'হজ মৌসুম' অর্থ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের ১ (এক) তারিখ হইতে মহররম মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখ পর্যন্ত সময়।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **হজ পালনের যোগ্যতা ও শর্তাদি।**—আইনের ধারা ৬ এর দফা (ছ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হজ পালনে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা ও শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৈধ পাসপোর্ট থাকিতে হইবে;

(খ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে মুসলিম মহিলা মাহরামের সহিত হজে গমনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন; এবং

(গ) রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক, সময় সময়, হজ বিষয়ে জারীকৃত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

৪। **ই-হজ ব্যবস্থাপনা।**—(১) হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম যথাসম্ভব ই-ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পবিত্র হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির বৎসরব্যাপী প্রাক-নিবন্ধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অনলাইন কারিগরি অবকাঠামো প্রস্তুতসহ অনলাইন প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম পরিচালনা করিবে।

(৩) হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি প্রাক-নিবন্ধন বা নিবন্ধন বাতিল করিতে চাহিলে অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে উহা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) হজ ব্যবস্থাপনার উত্তরোত্তর উন্নয়ন, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক জারীকৃত নিয়ম ও পদ্ধতি প্রতিপালনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যুগোপযোগী আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, বাস্তবায়ন ও ব্যবহার করিতে পারিবে।

৫। **প্রাক-নিবন্ধনের শর্তাদি।**—(১) হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে ফরম-১ অনুযায়ী প্রাক-নিবন্ধনের জন্য বিধি ৬ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সী ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধন সনদ দাখিল করিতে হইবে;

(খ) প্রবাসী বাংলাদেশিগণকে বাংলাদেশের বৈধ পাসপোর্টের মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে হইবে; এবং

(গ) হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো মহিলার প্রাক-নিবন্ধনের জন্য ফরম-২ অনুযায়ী মাহরাম সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধনের সময় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক-নিবন্ধন ফি ও জামানতের অর্থ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(৩) হজ এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীদের পাসপোর্ট সংরক্ষণ ও বহন করিতে পারিবে।

৬। প্রাক-নিবন্ধন পদ্ধতি।—(১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যালয়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) বা সরকার ঘোষিত অন্য যে কোনো কেন্দ্র হইতে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(২) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিবন্ধিত হজ এজেন্সির মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

(৩) প্রাক-নিবন্ধনের জন্য হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্দিষ্টকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) প্রাক-নিবন্ধন সম্পন্ন হইবার পর হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে একটি ক্রমিক নম্বর প্রদান করা হইবে।

৭। নিবন্ধনের **শর্তাদি**।—হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তিকে নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির হজ অনুষ্ঠানের তারিখ হইতে অন্যূন ৬ (ছয়) মাস মেয়াদযুক্ত বৈধ পাসপোর্ট থাকিতে হইবে;

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদ থাকিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পাসপোর্টের সহিত জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম নিবন্ধন সনদের আক্ষরিক বা শাব্দিক গরমিলের কারণে নিবন্ধনের কোনো ব্যত্যয় ঘটিবে না এবং উক্ত ক্ষেত্রে পাসপোর্ট অগ্রাধিকার পাইবে।

৮। নিবন্ধন পদ্ধতি।—(১) নিবন্ধনের জন্য হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে ঘোষিত হজ প্যাকেজে উল্লিখিত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সরকার কর্তৃক চালুকৃত কল সেন্টার অথবা শর্ট মেসেজ সার্ভিস (এসএমএস) এর মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, টিকা, ভিসা, ফ্লাইট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি অবহিত হইবেন।

(৩) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হইতে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ হজে গমন করিতে না পারিলে সরকার প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে।

৯। **প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন বাবদ প্রদেয় অর্থ ও জামানত**।—(১) সরকার, সময় সময়, প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন বাবদ প্রদেয় অর্থ ও জামানত নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার প্রাক-নিবন্ধন বাবদ গৃহীত অর্থ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার নিবন্ধন বাবদ গৃহীত অর্থ সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে।

১০। **বিশেষ ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহ**।—(১) সরকার কর্তৃক যাচিত হইলে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে তাঁহার আর্থিক সক্ষমতা, টিকা বা ভ্যাকসিন গ্রহণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে।

(২) পবিত্র হজ পালনের জন্য আবেদনকারী বার্ধক্য, গুরুতর অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতার কারণে হজ পালনে অক্ষম প্রতীয়মান হইলে এতৎবিষয়ে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন প্রতিবেদন প্রদান করিবেন।

১১। **চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন**।—(১) হজ প্যাকেজ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শর্তাদি পালনের জন্য প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে হজ প্যাকেজ ঘোষণার পর, সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে, পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এর সহিত তফসিল-১ এ উল্লিখিত নমুনা অনুযায়ী নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের সহিত হজ এজেন্সি এবং হজ এজেন্সির সহিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষর করা যাইবে।

১২। **হজযাত্রী কোটা।**—(১) পবিত্র হজ বিষয়ে রাজকীয় সৌদি সরকারের সহিত বাংলাদেশ সরকারের সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক হজ চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকে উল্লিখিত কোটার ভিত্তিতে সরকার প্রতি বৎসর সরকারি ব্যবস্থাপনা ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর কোটা নির্ধারণ করিবে।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের কোটার ১০ (দশ) শতাংশ সংরক্ষণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, এই হার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পবিত্র হজ পালনে ইচ্ছুক প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তির মধ্য হইতে ক্রমানুযায়ী কোটার প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির তালিকা নিবন্ধনের জন্য প্রকাশ করিবে এবং সর্বক্ষেত্রে প্রাক-নিবন্ধনের ক্রম অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত হজ এজেন্সি বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের হজ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৫) সরকার প্রতি বৎসর হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রেরণের যোগ্য হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করিবে।

১৩। **হজযাত্রী প্রতিস্থাপন।**—(১) নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জন বা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ হজ অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক শূন্য কোটায় প্রাক-নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিস্থাপন করা যাইবে, তবে উক্ত ক্ষেত্রে মৃত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির পরিবারের সদস্য অগ্রাধিকার পাইবে।

(২) নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি গুরুতর অসুস্থতার কারণে হজে গমনে অক্ষম হইলে সিভিল সার্জনের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি ফরম-৩ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারের নিকট প্রদান করিবে এবং সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে হজ নিবন্ধন বাতিল করিয়া উক্ত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির শূন্য কোটায় প্রাক-নিবন্ধনের ক্রম অনুসরণ করিয়া হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রতিস্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৪) পবিত্র হজে গমনে অপারগ হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইতোমধ্যে ব্যয়িত অর্থ ব্যতীত অবশিষ্ট অর্থ হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি বা তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

১৪। **হজ প্যাকেজ ঘোষণা।**—(১) সরকার, রাজকীয় সৌদি সরকারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক হজযাত্রীর সংখ্যাসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি প্রাপ্তির পর হজ প্যাকেজ ঘোষণা করিবে।

(২) বিধি ১২ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রকাশিত তালিকায় উল্লিখিত প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তিগণকে হজ প্যাকেজে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের অবশিষ্ট অর্থ নির্দিষ্টকৃত ব্যাংকে জমা প্রদানের জন্য সরকার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(৩) প্রত্যেক হজ এজেন্সিকে তৎকর্তৃক ঘোষিত প্যাকেজ এবং হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও উক্ত হজ এজেন্সির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির একটি করিয়া অনুলিপি হজ অফিস, ঢাকায় দাখিল করিতে হইবে।

(৪) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে হজ অফিস, ঢাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তির হজ প্যাকেজে ঘোষিত অর্থ পরিশোধপূর্বক হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি হিসাবে চূড়ান্ত নিবন্ধন সম্পন্ন করিবে।

(৫) নিবন্ধন সম্পন্ন হইবার পর সরকার ই-হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম হইতে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে পিলগ্রিম আইডি (পিআইডি) প্রদান করিবে।

(৬) প্রাক-নিবন্ধিত তালিকা হইতে হজ পালনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত কোনো ব্যক্তি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, সরকার অবশিষ্ট কোটা পূরণের জন্য প্রাক-নিবন্ধনের ক্রমানুযায়ী হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হজ নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) প্রাক-নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি পর পর ২ (দুই) বৎসর চূড়ান্ত নিবন্ধন না করিলে তিনি হজ পালনে ইচ্ছুক নহেন মর্মে গণ্য হইবেন এবং তাহার প্রাক-নিবন্ধন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে।

(৮) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক কোনো ব্যক্তি সরকার অনুমোদিত যে কোনো এজেন্সিতে হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সরাসরি আর্থিক লেনদেন করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি তাহাকে অর্থ প্রদানের রসিদ প্রদান করিবে।

(৯) এই বিধির অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ হইতে নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ হজে গমন করিতে না পারিলে, সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ আবেদনপূর্বক নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট এজেন্সির মাধ্যমে নিবন্ধন ও প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবেন।

১৫। **জাতীয় কমিটির সভা।**—(১) জাতীয় কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) জাতীয় কমিটির সভা সভাপতির সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং উহা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় কমিটির কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) জাতীয় কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে সভাপতির অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) জাতীয় কমিটির সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) প্রতি বৎসর জাতীয় কমিটির অন্যূন ১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

১৬। **নির্বাহী কমিটির সভা।**—(১) নির্বাহী কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সভা সভাপতির সম্মতিক্রমে, উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং উহা সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে নির্বাহী কমিটির কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) নির্বাহী কমিটির সভাপতি উহার সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে সভাপতির অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক মনোনীত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন।

(৫) নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের ভোটে সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৬) নির্বাহী কমিটির সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৭) প্রতি বৎসর নির্বাহী কমিটির অন্যূন ১ (এক) টি সভা অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

১৭। সহকারী **মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগ।**—(১) হজ মৌসুমের জন্য সৃজিত ও বৎসরভিত্তিক সংরক্ষিত পদে বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দা এবং প্রয়োজনে, সৌদি আরবের হজ সংশ্লিষ্ট অন্য কোনো স্থানে ৩ (তিন) থেকে ৪ (চার) মাসের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ অফিস, ঢাকায় কর্মরতদের মধ্য হইতে প্রতি স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী মৌসুমী হজ অফিসার নিয়োগ করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিয়োগকৃত সহকারী মৌসুমী হজ অফিসারগণ কাউন্সেলর (হজ), সৌদি আরব এর তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১৮। সহকারী **মৌসুমী হজ অফিসার এর দায়িত্ব**।—সহকারী মৌসুমী হজ অফিসারগণ নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা:—

(ক) কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা এর তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব পালন;

(খ) হজ মৌসুমে সৌদি আরবের জেদ্দা ও মদিনা বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের জন্য পরিচালিত ফ্লাইট সিডিউল সমন্বয়ে সহায়তা প্রদান;

(গ) হজযাত্রীদের চিকিৎসা সেবা প্রদানে পরিচালিত মেডিকেল সেন্টারের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) জেদ্দা ও মদিনা বিমানবন্দরে আগমন ও প্রত্যাগমনকালে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যায় হজযাত্রীদের সহায়তা প্রদান;

(ঙ) হজ মৌসুমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সৌদি আরবে নিয়োজিত সকল অস্থায়ী জনবল ও হজকর্মীদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান;

(চ) হারিয়ে যাওয়া হজযাত্রী এবং হজযাত্রীদের লাগেজ উদ্ধারে সহায়তা প্রদান;

(ছ) গুরুতর অসুস্থ হজযাত্রীকে হাসপাতালে আনয়ন এবং মৃত হজযাত্রীর দাফন বিষয়ে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;

(জ) প্রটোকল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সার্বিক দায়িত্ব পালন;

(ঝ) হজযাত্রীদের আবাসন ও খাবার ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান;

(ঞ) সৌদি আরবে বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ; এবং

(ট) কাউন্সেলর (হজ) ও প্রশাসনিক দলের তত্ত্বাবধানে মক্কা ও মদিনায় হজযাত্রীদের সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব পালন।

১৯। **হজ অফিস, ঢাকা এর দায়িত্ব।**—হজ অফিস, ঢাকা এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) হজ মৌসুম শুরুর পূর্বেই হজক্যাম্প প্রস্তুতকরণসহ উহার তত্ত্বাবধান;

(খ) সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজক্যাম্পে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান ও তত্ত্বাবধান;

(গ) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের পবিত্র হজ বিষয়ক সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ;

(ঘ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের পাসপোর্ট এবং নিবন্ধন সনদ গ্রহণ;

(ঙ) হজ ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) আধুনিক সরঞ্জামসমৃদ্ধ হজ প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন এবং হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও হজ সংশ্লিষ্টদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) হজ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থাসমূহের সহিত সমন্বয় সাধন এবং হজ ক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান;

(জ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে বাড়ি বা হোটেলের আবাসন (সিট বা কক্ষ) বরাদ্দের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে হজযাত্রীদের অবহিতকরণ;

(ঝ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের অনুকূলে আবাসন বরাদ্দের তালিকা প্রতিটি হজ ফ্লাইট শুরু হইবার অন্যূন ১ (এক) সপ্তাহ পূর্বে বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে প্রেরণ এবং প্রত্যেক হজ গাইডকে উহার অনুলিপি প্রদান;

(ঞ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সৌদি আরবে আবাসনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি হইতে ই-হজ সিস্টেমে সংগ্রহ ও এজেন্সির সহিত প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

(ট) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইটে হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঠ) নিবন্ধন ভাউচার, চুক্তিপত্র, নির্দেশিকা, নির্বাচিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের তালিকা ও ব্যক্তিগত তথ্য, হজ প্যাকেজ, হজ বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিমান সিডিউল সংগ্রহ;

(ড) হজ এজেন্সির নিকট হইতে প্রাপ্ত হজ বিষয়ক তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অনলাইনে প্রাপ্ত বিভিন্ন সমস্যা বা জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদান;

(ঢ) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের টিকা প্রদানসহ হজ ক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন;

(ণ) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের বিমানবন্দর ব্যবহার, বিমানে আরোহণ, সৌদি আরবে অবস্থান ও ভ্রমণ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য হজক্যাম্পে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন;

(ত) হজের সামগ্রিক করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ভিডিও প্রস্তুতপূর্বক বিমানে ভ্রমণকালে (In-flight Video) প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(থ) জেলাভিত্তিক নিবন্ধন অনুসারে মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়ার সহিত সমন্বয় করিয়া সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ, বিমান টিকেট সংগ্রহ, বিতরণ এবং এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন;

(দ) হজ এজেন্সি ও হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের মধ্যে উদ্ভূত যে কোনো সমস্যা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

(ধ) হজ অফিসে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য নিয়োগ;

(ন) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, চেক-ইন, বিমানবন্দরে পৌঁছানোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(প) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ফ্লাইটভিত্তিক হজযাত্রীদের গমন ও প্রত্যাগমনের সংখ্যাভিত্তিক তথ্য প্রতিদিন বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরবে প্রেরণ;

(ফ) নিয়োগকৃত হজ গাইডের বিপরীতে হজযাত্রীর তালিকা অনুমোদনসহ স্ব স্ব দলের সহিত হজ গাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ;

(ব) হজ সংশ্লিষ্ট সকলকে হজ সংক্রান্ত পোর্টাল, মোবাইল এপ্লিকেশন, ইত্যাদি সিস্টেম ব্যবহারে সহযোগিতা প্রদান;

(ভ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সৌদি আরবের ভিসা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান;

(ম) সৌদি আরবের ই-হজ সিস্টেমে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনে সমন্বয় সাধন;

(য) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে হজপালন নিশ্চিতকরণে তফসিল-২ অনুযায়ী মোনাজ্জেম নিয়োগ সম্পন্নকরণ; এবং

(র) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২০। **বাংলাদেশ কনস্যুলেট, জেদ্দা এর দায়িত্ব**।—বাংলাদেশ কনস্যুলেট, জেদ্দা এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সরকারের নির্দেশনা ও পরামর্শ অনুযায়ী সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন;

(খ) জেদ্দা এবং মদিনাস্থ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা এবং প্রত্যাগমনে সহযোগিতা প্রদান; এবং

(গ) হজ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান।

২১। **বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা এর দায়িত্ব**।—বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা এর দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এর সহিত পরামর্শক্রমে সৌদি আরবে হজ ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব পালন;

(খ) জেদ্দা এবং মদিনাস্থ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে হজযাত্রীদের অভ্যর্থনা এবং প্রত্যাগমন নিশ্চিতকরণ;

(গ) বাংলাদেশ সরকার এবং রাজকীয় সৌদি সরকার ও অন্যান্য সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ এবং চুক্তি সম্পাদনে সরকারি প্রতিনিধিদলকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

(ঘ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের হজ প্যাকেজ অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধার ভিত্তিতে জেদ্দা, মক্কা, মিনা, আরাফাহ, মুজদালিফা, জামারাহ ও মদিনায় অবস্থান এবং যাতায়াতের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের ক্ষেত্রে প্যাকেজ অনুযায়ী প্রাপ্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তদারকিকরণ;

(চ) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ মৌসুমে মক্কা ও মদিনা হজ অফিসে এবং মিনা ও আরাফাহ এর প্রশাসনিক তাঁবুতে অবস্থানকারী ও সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকা প্রণয়ন, চূড়ান্তকরণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) হজ চিকিৎসক ও প্রশাসনিক দলের মধ্যে সার্বিক সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র ও তথ্যকেন্দ্র স্থাপন;

(ঝ) সৌদি আরবে হজযাত্রীদের চিকিৎসাসহ সার্বিক সেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) হজ প্রশাসনিক দলের প্রধানের সহিত আলোচনাপূর্বক, জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায় নিয়োজিত বিভিন্ন দলের সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনে দায়িত্ব পুনর্বণ্টন;

(ট) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া করিবার ক্ষেত্রে এজেন্সিসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে বাড়ি ভাড়া করে নাই বা করিতে পারে নাই এইরূপ এজেন্সির তালিকা সরকার, হজ অফিস, ঢাকা ও হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব)-কে প্রেরণ;

(ঠ) সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীর মালামাল, মৃত্যুসনদ, পাসপোর্ট দেশে প্রেরণসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য দায়িত্ব পালন;

(ড) মোয়াল্লেম অফিসের সহিত সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে হজযাত্রীদের প্রাপ্য সেবা এবং হালনাগাদ তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালে আপডেটের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঢ) মোয়াচ্ছাছা অফিস হইতে মিনা ও আরাফাহর ম্যাপের সফট কপি সংগ্রহপূর্বক উহা বাংলায় রূপান্তর করে সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ;

(ণ) কোনো হজযাত্রী কোনো এজেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ করিলে উক্ত বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রয়োজনে হাবকে সম্পৃক্তকরণ;

(ত) হজযাত্রী বা হাজীদের আপৎকালীন জরুরি প্রয়োজন মিটাইবার উদ্যোগ গ্রহণ;

(থ) হজ এজেন্সি, হজযাত্রী এবং হাবসহ এতৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষের সহিত সমন্বয়পূর্বক উদ্ভূত সমস্যা নিরসণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(দ) হজযাত্রীগণ যাহাতে মিনা, আরাফাহ, মুজদালিফাহ ও আল মাশায়ারে একই গুচ্ছে (ক্লাস্টার) অবস্থান করিতে পারেন তৎবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ধ) সৌদি সরকারের অনুমোদিত মোয়াল্লেমের তালিকা যথাসময়ে সরকারের নিকট প্রেরণ, সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য মোয়াল্লেম নির্বাচন এবং হজ এজেন্সিসমূহকে মোয়াল্লেম নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদান;

(ন) হজ সংক্রান্ত যাবতীয় সরঞ্জাম, জনবল, যানবাহন, স্থাপনা ভাড়া ও ব্যবস্থাপনাসহ সংরক্ষক (কাস্টোডিয়ান) হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(প) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীর জন্য মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ির প্রয়োজনীয় তথ্য এবং বাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত চুক্তিপত্র শাবান মাসের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ;

(ফ) সৌদি আরবের ই-হজ সিস্টেমে হজ অফিস, ঢাকাসহ সকল হজ এজেন্সির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;

(ব) ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরু হইবার পূর্বে ই-হজ সিস্টেমসহ সৌদি আরবের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে হজযাত্রীদের তথ্য হালনাগাদকরণে সহায়তা প্রদান;

(ভ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় যাতায়াত পরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণ এবং তদনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ম) হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ি পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(য) হজ মৌসুমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হজকর্মী, স্বেচ্ছাসেবক, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ইত্যাদি নিয়োগ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মবণ্টন ও তদারকিসহ সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ;

(র) হজ সমাপ্ত হইবার পর সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনাসহ প্রশাসনিক দল ও চিকিৎসক দলের সদস্যদের সাফল্য ও ব্যর্থতা সংক্রান্ত একটি গোপনীয় মূল্যায়ন প্রতিবেদন সরকারের নিকট প্রেরণ;

(ল) সৌদি আরবে হজ গাইডদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান; এবং

(শ) সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সৌদি আরবে প্রয়োজনীয় সকল দায়িত্ব পালনসহ সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

২২। সরকারি ব্যবস্থাপনায় মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়াকরণ কমিটি।—(১) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়াকরণের নিমিত্ত নিম্নরূপ সদস্যদের সমন্বয়ে বাড়ি ভাড়াকরণ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক)	সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি;
(খ)	হজ অনুবিভাগ প্রধান	সদস্য;
(গ)	পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	সদস্য;
(ঘ)	উপসচিব, হজ অধিশাখা	সদস্য;
(ঙ)	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা, হজ শাখা	সদস্য;
(চ)	প্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য;
(ছ)	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য;
(জ)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য;
(ঝ)	প্রতিনিধি, রিয়াদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস	সদস্য;
(ঞ)	প্রতিনিধি, কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দা	সদস্য;
(ট)	কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা	সদস্য;
(ঠ)	কনসাল (হজ), জেদ্দা	সদস্য-সচিব।

(২) কমিটি, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক সদস্যকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৩) বাড়ি ভাড়া কমিটিতে মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা দপ্তরের প্রতিনিধি অন্যূন সিনিয়র সহকারী সচিব বা উপসচিব পদমর্যাদার হইতে হইবে।

(৪) বাড়ি ভাড়াকরণ কমিটির কর্মপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) কমিটি রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, প্রথা ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়া করিবে;

(খ) কমিটি রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতি বৎসর বাড়ি ভাড়ার কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে; এবং

(গ) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য ভাড়াকৃত সকল বাড়ির Measurement Sheet শাবান মাসের মধ্যে কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা, সৌদি আরব এবং পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর প্রেরণ করিবে।

২৩। **বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় মক্কা ও মদিনায় বাড়ি ভাড়াকরণ, ইত্যাদি**।—(১) রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সৌদি আরবের সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক হজযাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী মক্কা ও মদিনায় নির্দিষ্টকৃত এলাকাসমূহে বাড়ি ভাড়া করিবেন।

(২) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব সভাপতি;

(খ) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কনসাল জেনারেল, জেদ্দা, সৌদি আরব সদস্য;

(গ) প্রতিনিধি, হজ এজেন্সিজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) সদস্য;

(ঘ) কাউন্সেলর (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা সদস্য;

(ঙ) কনসাল (হজ), বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা, সৌদি আরব সদস্য-সচিব।

(৩) কমিটি, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

(৪) ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মান সরকারি ব্যবস্থাপনায় ভাড়াকৃত বাড়ির প্রদেয় সুবিধা ও মানের চাইতে নিম্নতর হইবে না।

(৫) মক্কা ও মদিনায় ভাড়াকৃত বাড়ির Measurement Sheet ও বাড়ি ভাড়া সম্পর্কিত ই-হজের চুক্তিপত্র রমজান মাসের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) রাজকীয় সৌদি সরকারের শর্তানুযায়ী হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ১ (এক) শতাংশ অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়ার অর্থ সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত ব্যাংক হিসাবে জমা নিশ্চিত করিতে হইবে এবং জমাকৃত উক্ত অর্থ দ্বারা সরকার সৌদি আরবের মক্কায় হজযাত্রীর সংখ্যানুযায়ী অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া নিশ্চিত করিবে।

(৭) হজ অফিস, ঢাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সি কর্তৃক সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ, পরিবহণ ও অন্যান্য ফি জমাদানের প্রমাণপত্র এবং উক্ত এজেন্সির মাধ্যমে গমনেচ্ছু হজযাত্রীদের আবেদনপত্র যাচাই করিয়া এজেন্সির হজযাত্রীর সংখ্যা প্রত্যয়ন করিবে।

(৮) হজ এজেন্সি কর্তৃক বাড়ি ভাড়ার চুক্তি চূড়ান্ত করিবার পূর্বে (ফরম-৪ পূরণপূর্বক) কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা হইতে অনাপত্তিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে, তবে অনাপত্তিপত্র প্রদানের পূর্বে কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা প্রস্তাবিত বাড়ি তিনি নিজে বা তাঁর প্রতিনিধি পরিদর্শন করিতে পারিবে।

(৯) কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা কর্তৃক অনুমোদিত বাড়ি ভাড়া চুক্তি সম্পন্ন হইবার পর উহার বাংলা ও ইংরেজিতে অনূদিত কপি ওয়েবসাইটে আপলোডপূর্বক প্রিন্ট কপি কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(১০) কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র ও বাড়ি ভাড়ার চুক্তিপত্রের কপি হজযাত্রীর ভিসা গ্রহণের পূর্বেই সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(১১) এজেন্সি কর্তৃক প্রতিটি বাড়ি, মিনার তাঁবু এবং বাসে বাংলাদেশের পতাকার পাশাপাশি সহজে সনাক্তযোগ্য উপকরণ (প্ল্যাকার্ড বা স্টিকার বা ব্যানার) প্রদর্শন করিতে হইবে।

(১২) প্রতিটি বাড়ির দৃশ্যমান জায়গায় সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ হজ অফিসের ঠিকানা ও অবস্থান, ক্লিনিকের অবস্থান, লাগেজ রুলস, নাগরিক জ্ঞান ও অন্যান্য জরুরি তথ্যাবলি সংবলিত লিফলেট বা স্টিকার প্রদর্শন করিতে হইবে।

(১৩) বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে প্রতিটি বাড়িতে লিফটের সংখ্যা ও ধারণক্ষমতা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত আনুষঙ্গিক সুবিধা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(১৪) হজযাত্রীদের তাসরিয়া বা তাসনিফযুক্ত ভাড়াকৃত বাড়ি ব্যতীত অন্য কোনো বাড়িতে রাখা যাইবে না।

(১৫) ভাড়াকৃত বাড়ির ঠিকানা, মোট কক্ষ, মোট ভাড়াকৃত স্পেস, প্রতি কক্ষে কতজন হজযাত্রী থাকিবেন এবং প্রতি কক্ষে সিট বিন্যাস করিয়া হজযাত্রীর নাম সংবলিত কক্ষ বরাদ্দের তালিকা ঢাকাস্থ হজ অফিসে এবং বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা বা মদিনায় জমা দিতে হইবে, যাহাতে উক্ত তথ্য নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা যায়।

২৪। রাষ্ট্রীয় খরচে হজযাত্রী প্রেরণ—(১) সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে হজ করিবার উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করিতে পরিবে।

(২) পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকার এই সহযোগিতার পরিমাণ নির্ধারণ ও পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) এইরূপ হজযাত্রীর সংখ্যা, প্যাকেজ ও সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সরকার আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

২৫। **সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন দল গঠন**—(১) সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকার নিম্নরূপ দল গঠন করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) **প্রতিনিধিদল:** সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সরকার সৌদি আরবে সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান, রাজকীয় সৌদি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও হজ বিষয়ে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে হজ প্রতিনিধিদল গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(খ) **ওলামা মাশায়েখ দল:** হজের সময় হজযাত্রীদের হজের আরকান-আহকাম বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনে আলেম-ওলামা-মাশায়েখ সৌদি আরবে প্রেরণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(গ) **হজ প্রশাসনিক দল:** সরকার সৌদি আরবে হজের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে প্রশাসনিক দল গঠন করিতে পারিবে এবং এইরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে;

(ঘ) সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল—সরকার, হজযাত্রীদের সৌদি আরবে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, বাংলাদেশ সচিবালয় ক্লিনিক, ইসলামিক মিশন এবং সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর এ কর্মরত চিকিৎসক, নার্স বা ব্রাদার্স, ফার্মাসিস্ট,ল্যাব ও ওটি এসিস্ট্যান্ট এর সমন্বয়ে সমন্বিত হজ চিকিৎসক দল গঠন করিবে এবং এরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, কর্মপরিধি, শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(ঙ) হজ কারিগরি দল গঠন—সৌদি আরবের মিনার তাঁবু, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাস্থ হজ অফিসসমূহের আইটি সেবা প্রদান, কারিগরি ও দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা এবং হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা'র আইসিটি ও কম্পিউটার জ্ঞানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের সমন্বয়ে সরকার হজ কারিগরি দল গঠন করিতে পারিবে এবং এরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, কর্মপরিধি, শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সরকার আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(চ) হজ প্রশাসনিক সহায়তাকারী দল গঠন—হজ প্রশাসনিক দল, কারিগরি দল, সমন্বিত চিকিৎসক দলের দাপ্তরিক কাজে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়, হজ অফিস, ঢাকা এবং হজ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় কর্মরত কর্মরত কর্মচারীদের সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়ে হজ প্রশাসনিক সহায়তাকারী দল গঠন করিতে পারিবে এবং এরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, কর্মপরিধি, শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সরকার আদেশ বা প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

(ছ) হজ চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ—হজ মৌসুমে মিনার তাঁবু, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রের বর্জ্য অপসারণসহ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করিবার জন্য কাউন্সেলর (হজ), জেদ্দা স্থানীয়ভাবে দৈনিক ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং এরূপ দলের সদস্য সংখ্যা, কর্মপরিধি, সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি কাউন্সেলর (হজ) নির্ধারণ করিবে।

২৬। **লিড এজেন্সির মাধ্যমে সমন্বিত হজ কার্যক্রম পরিচালনা**।—(১) একাধিক এজেন্সি নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) এজেন্সিসমূহের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে একটি লিড এজেন্সি নির্ধারণ করিতে হইবে;

(খ) লিড এজেন্সির সহিত অন্যান্য এজেন্সির নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে হইবে;

(গ) লিড এজেন্সিকে হজ অফিস, ঢাকা এর সহিত একটি দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে;

(ঘ) দফা (গ) এর অধীন চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে লিড এজেন্সির সহিত অন্যান্য এজেন্সির মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা এর নিকট পেশ করিতে হইবে; এবং

(ঙ) এজেন্সি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির সংখ্যানুযায়ী আদায়কৃত সমুদয় অর্থ লিড এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাবের বিবরণী হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) একাধিক হজ এজেন্সি কর্তৃক সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিবন্ধন, হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রেরণ এবং হজযাত্রীদের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনসহ সামগ্রিক দায়-দায়িত্ব লিড এজেন্সিকে বহন করিতে হইবে।

(৩) লিড এজেন্সির মাধ্যমে সমন্বিত হজ ব্যবস্থাপনায় হজে গমনের বিষয়ে হজযাত্রীদের সম্মতিসহ প্রত্যেক হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির সহিত এজেন্সি পৃথক পৃথক চুক্তি সম্পাদন করিবে এবং সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সি চুক্তির কপি হজযাত্রী ও পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ করিবে।

২৭। **হজযাত্রীদের অব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান**।—(১) হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির মৃত্যু, গুরুতর অসুস্থতা বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে সৌদি আরব গমনে ব্যর্থ হইলে উক্ত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির বিমান ভাড়া, খাবার, আবাসনসহ অন্যান্য খাতের অব্যয়িত অর্থ সঠিকভাবে হিসাব নিকাশ ও সমন্বয়ের পর চেকের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ইতোমধ্যে ব্যয়িত হইয়াছে বা পরিশোধিত হইয়াছে এইরূপ অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে না।

(২) সরকারি ব্যবস্থাপনায় সৌদি আরবে কোনো খাতের অর্থ অব্যয়িত থাকিলে উহা হজযাত্রীকে সৌদি আরব ত্যাগ করার পূর্বেই নগদে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৩) প্রাক-নিবন্ধিত কোনো হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন বাতিল করিলে প্রাক-নিবন্ধন বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে সরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রসেসিং ফি বাবদ ১০০০ (এক হাজার) টাকা এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এজেন্সির সার্ভিস ফি বাবদ ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা কর্তনের পর অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ হজযাত্রীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) প্রাক-নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে কোনো প্রকার কর্তন ব্যতিরেকে তাহার প্রাক-নিবন্ধনের সমুদয় অর্থ যোগ্য উত্তরাধিকারীকে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

২৮। **বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের এজেন্সি স্থানান্তর**।—(১) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধিত হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের কেহ স্বেচ্ছায় হজ এজেন্সি পরিবর্তন করিতে চাহিলে উক্ত ক্ষেত্রে মূল এজেন্সি স্থানান্তরে ইচ্ছুক হজযাত্রীর নিকট হইতে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা সার্ভিস চার্জ হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

(২) হজ এজেন্সি কোটা পূরণ, সমন্বয় কিংবা অভিযোগের কারণে কোনো এজেন্সি হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রেরণে অসমর্থ হইলে, সেইক্ষেত্রে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির সম্মতিক্রমে এজেন্সি স্থানান্তর করা হইলে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো সার্ভিস চার্জ বা অন্য কোনো নামে কোনো অর্থ কর্তন করা যাইবে না।

(৩) সরকার, কোনো প্রকার কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে, বিশেষ ক্ষেত্রে, যে কোনো হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বা অন্য এজেন্সিতে স্থানান্তর করিতে পারিবে এবং উক্ত ক্ষেত্রে স্থানান্তর চার্জ প্রযোজ্য হইবে না।

২৯। **হজ গাইড নিয়োগ**।—সরকার, সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে তফসিল-৩ এ বর্ণিত নির্দেশমালা প্রতিপালনপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ হজ গাইড নিয়োগ করিতে পারিবে।

৩০। ওমরাহ ব্যবস্থাপনা।—(১) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রের সঠিকতা যাচাইপূর্বক সরকার প্রতি বৎসর বৈধ ওমরাহ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ করিবে, যথা:—

(ক) হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সির লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;

(খ) হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্সের সত্যায়িত ফটোকপি;

(গ) হালনাগাদ বা পরিশোধিত আয়কর সনদের সত্যায়িত ফটোকপি;

(ঘ) ওমরাহ লাইসেন্সের ফটোকপি;

(ঙ) হালনাগাদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশন (IATA) সনদের সত্যায়িত ফটোকপি;

(চ) ইতোপূর্বে শাস্তি প্রাপ্ত হইলে সেই সংক্রান্ত তথ্য (সর্বশেষ বা বর্তমান অবস্থাসহ);

(ছ) ওমরাহ এজেন্সি নবায়ন ফি ও ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমাদানপূর্বক জমাকৃত চালানের মূল কপি;

(জ) ঠিকানা পরিবর্তন করা হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, তাহার অনুমোদনের কপি;

(ঝ) হালনাগাদ অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র বা মালিকানার দলিল; এবং

(ঞ) ফরম-৫ অনুযায়ী এজেন্সির তথ্য।

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সুষ্ঠু ওমরাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালনার সুবিধার্থে সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) ওমরাহ এজেন্সিসমূহ সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্টকৃত কোটার অতিরিক্ত ওমরাহযাত্রী প্রেরণ করিতে পারিবে না।

(৪) ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক কোনো ওমরাহযাত্রীকে যথাসময়ে দেশে ফিরিয়ে আনিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট ওমরাহযাত্রীর তথ্য পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর দাখিল করিতে হইবে।

(৫) ওমরাহযাত্রীর জন্য সৌদি আরবে ব্যয়িত সকল অর্থ এজেন্সির নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যাত্রীর অর্থ IBAN এর মাধ্যমে প্রেরণ করিতে হইবে এবং IBAN একাউন্ট নম্বর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে আবশ্যিকভাবে অবহিত করিতে হইবে।

(৬) ওমরাহ এজেন্সি উহার সহিত চুক্তিভুক্ত ওমরাহযাত্রীদের পাসপোর্ট সংরক্ষণ ও বহন করিতে পারিবে।

৩১। **ওমরাহ এজেন্সির দায়িত্ব।**—(১) ওমরাহ এজেন্সি কর্তৃক সৌদি আরবে ওমরাহযাত্রী প্রেরণের পূর্বে ফরম-৬ অনুযায়ী ওমরাহযাত্রীদের তথ্যাদি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিতে হইবে।

(২) যে কোনো ওমরাহ এজেন্সি প্রতিবৎসর সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) জন ওমরাহযাত্রী প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) ওমরাহ এজেন্সি সরকারের অনুমোদন ব্যতীত নির্ধারিত কোটার অতিরিক্ত ওমরাহযাত্রী প্রেরণ করিলে বিধি ৩৫ অনুযায়ী অনিয়ম ও অসদাচরণ হিসেবে গণ্য হইবে।

(৪) ওমরাহ এজেন্সির বিরুদ্ধে ওমরাহ সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপিত হইলে উহা আইন ও এই বিধিমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) ওমরাহ এজেন্সিকে বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের ওমরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়ম ও পদ্ধতি যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে।

(৬) ওমরাহ এজেন্সি ওমরাহ প্রসেসিং ফি ও প্রদেয় সকল সেবার ব্যয় বিবরণী উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন ক্যাটাগরির ওমরাহ প্যাকেজ ঘোষণা করিবে।

৩২। এজেন্সির নিবন্ধন সনদ গ্রহণ পদ্ধতি।—আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৬) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নরূপ শর্তাবলি পূরণ সাপেক্ষে এজেন্সি নিবন্ধন প্রদান করা হইবে, যথা:—

(ক) হজ ও ওমরাহ নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য ফরম-৭ তে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে আবেদন করিতে হইবে;

(খ) এজেন্সির নিবন্ধন সনদ এর জামানত বাবদ সরকার কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পরিমাণ অর্থ সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে তফসিলি ব্যাংক হইতে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) আকারে লিয়েন রাখিতে হইবে;

(গ) হজ বা ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী আইন ও বিধি ৩১ এ বর্ণিত নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির শর্তসমূহ পূরণ করিয়াছে কিনা কর্তৃপক্ষ উহা সরেজমিন পরিদর্শনক্রমে নিশ্চিত হইবে;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ সরেজমিন পরিদর্শনে নিবন্ধন প্রাপ্তির শর্তপূরণ নিশ্চিত হইলে আবেদনকারীর অনুকূলে ফরম-৮ ও ৯ অনুযায়ী নিবন্ধন সনদ ইস্যু করা যাইবে; এবং

(ঙ) হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত সকল ব্যাংকিং কার্যক্রম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহিত চুক্তিবদ্ধ তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

৩৩। **নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলি।**—(১) হজ ও ওমরাহ এজেন্সি পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনলাইন সিস্টেমে নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার সকলকে বয়স প্রমাণের জন্য, ক্ষেত্রমত, জন্ম নিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র ও পাসপোর্ট এর সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যৌথমালিকানা বা অংশীদারিভিত্তিতে হজ বা ওমরাহ এজেন্সির নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ হইতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন, আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন, অংশীদারী চুক্তিপত্র, ইত্যাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) ওমরাহ এজেন্সি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির জন্য ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এসোসিয়েশন (IATA) এর সনদ থাকিতে হইবে।

(৫) একই ঠিকানা অর্থাৎ একটি অফিস স্পেস ব্যবহার করিয়া একাধিক হজ বা ওমরাহ এজেন্সি পরিচালনা করা যাইবে না।

(৬) হজ এজেন্সি ও ওমরাহ এজেন্সি স্থাপনের জন্য অন্যূন ৪০০ (চারশত) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট অফিস এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল থাকিতে হইবে।

(৭) হজ এজেন্সি বা ওমরা এজেন্সিকে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের এতৎসংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রতিপালনের জন্য অঙ্গীকারনামা প্রদান করিতে হইবে এবং বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের হজ কর্তৃপক্ষের সিস্টেমসমূহের পাসওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়-দায়িত্ব স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হইবে।

(৮) হজ এজেন্সি ও ওমরাহ এজেন্সি অফিসে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইমেইল, অনলাইন রিজার্ভেশন পদ্ধতিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধাদি থাকিতে হইবে।

৩৪। পরিদর্শন।—আইন এবং এই বিধিমালা অনুযায়ী এজেন্সি ও সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমূহ এবং হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের বিধি-বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ও সৌদি আরবে হজ এজেন্সি ও ওমরাহ এজেন্সির সার্বিক কার্যক্রম তদারকি বা পরিদর্শন করিতে পারিবে।

৩৫। নিবন্ধন সনদ নবায়ন ও মালিকানা পরিবর্তন পদ্ধতি।—হজ এজেন্সি ও ওমরাহ এজেন্সির নিবন্ধন সনদ নবায়নের জন্য নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ফরম-১০ অনুযায়ী পূরণপূর্বক দাখিল করিতে হইবে;

(খ) আবেদনের সহিত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ নবায়ন ফি প্রদান করিতে হইবে;

(গ) আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে নবায়নের জন্য এজেন্সি আবেদন করিতে ব্যর্থ হইলে, পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ বিলম্ব ফি সরকারি কোষাগারে পরিশোধ সাপেক্ষে নবায়নের জন্য আবেদন করা যাইবে;

(ঘ) দফা (গ) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে এজেন্সি নবায়নের জন্য আবেদন না করিলে এজেন্সির নিবন্ধন সনদ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইবে;

(ঙ) সরকারের সিদ্ধান্তের কারণে কোনো এজেন্সি কোনো বৎসর হজ বা ওমরাহ কার্যক্রম পরিচালনা করিতে না পারিলে উক্ত ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১২ এর দফা (চ) প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন সনদে মালিকানা যে প্রকৃতির থাকিবে, এজেন্সির মালিকানা লাইসেন্সও অনুরূপ হইবে;

(ছ) এজেন্সির মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত সংশোধিত ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন সনদ ও ট্রেড লাইসেন্স দাখিলপূর্বক আবেদন করিতে হইবে; এবং

(জ) লিমিটেড বা যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ (আরজেএসসি) হইতে গৃহীত নিবন্ধনে যেইভাবে মালিকানা থাকিবে সেই মোতাবেক এজেন্সির মালিকানা থাকিবে।

৩৬। এজেন্সির নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর পদ্ধতি।—আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কোনো এজেন্সি নিবন্ধন সনদ হস্তান্তর করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার মৃত্যুবরণ করিলে তাহার উপযুক্ত ও বৈধ উত্তরাধিকারীকে সনদ হস্তান্তর করিতে পারিবে;

(খ) স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শারীরিক বা মানসিকভাবে অক্ষম ঘোষিত হইলে; এবং

(গ) স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইলে:

তবে শর্ত থাকে যে, স্বত্বাধিকারী বা অংশীদার স্বেচ্ছায় তাহার নিবন্ধন সনদ যে কোনো সময় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনের মাধ্যমে সমর্পণ করিতে পারিবে।

৩৭। **অনিয়ম বা অসদাচরণ।**—(১) আইনের ধারা ১২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ অনিয়ম বা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:—

(ক) প্যাকেজ ঘোষণা না করা বা ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সেবা প্রদানে ব্যর্থতা;

(খ) হজ বা ওমরাহযাত্রীর সহিত চুক্তি স্বাক্ষর না করা;

(গ) হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনে অসহযোগিতা;

(ঘ) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে হজ ও ওমরাহযাত্রী প্রত্যাবর্তন না করা;

(ঙ) হজ বা ওমরাহযাত্রীর সহিত প্রতারণা;

(চ) হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি এবং সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন;

(ছ) প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধনবিহীন কোনো ব্যক্তির নামে সৌদি আরবের ই-হজ সিস্টেমে হজ ভিসা লজমেন্ট করা;

(জ) প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রী বা আগ্রহী চুক্তিবদ্ধ ওমরাহযাত্রী ব্যতীত অন্য কাহারো পাসপোর্ট সংরক্ষণ এবং বহন; এবং

(ঝ) সৌদি আরবে যে সমস্ত সেবা নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব সৌদি আরব কর্তৃপক্ষের, সেই সমস্ত বিষয় ব্যতীত অন্য সকল চুক্তিবদ্ধ সেবা প্রদানে ব্যর্থতা।

(২) হজ এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগকৃত হজ গাইড দ্বারা সংঘটিত অনিয়ম বা অসদাচারণ এজেন্সি কর্তৃক কৃত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

৩৮। **হজযাত্রী বা ওমরাহযাত্রী কর্তৃক অভিযোগ দাখিল সংক্রান্ত**।—(১) হজ মৌসুম শেষ হইবার বা ওমরাহ সম্পন্ন হইবার পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ফরম-১১ ও ১২ অনুযায়ী হজ বা ওমরাহ বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত অভিযোগসমূহ বিধি ৩৭ অনুযায়ী শুনানি ও নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী আপিলযোগ্য হইবে।

৩৯। **অভিযোগ, শুনানি ও নিষ্পত্তি পদ্ধতি**।—(১) অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত বা তাহাদের নিযুক্ত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অভিযোগের শুনানি গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় নোটিশ প্রদান করিবার পরও উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোনো পক্ষ শুনানীতে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে তাহার অনুপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করা যাইবে।

(২) পরিস্থিতি বিবেচনায় তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি যে কোনো পক্ষকে যৌক্তিক সময় মঞ্জুর করিতে পারিবে।

৪০। **প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ পদ্ধতি**।—(১) বিধি ৩৫ এ উল্লিখিত যে কোনো কার্যক্রম হজ এজেন্সি বা ওমরাহ এজেন্সি সংঘটন করিলে আইনের ধারা ৭ এ বর্ণিত কর্তৃপক্ষ উহা তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো কর্মকর্তাকে তদন্তভার অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো কর্মকর্তার সমন্বয়ে কমিটি গঠন করিয়া তদন্তপূবর্ক প্রতিবেদন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি তদন্তপূর্বক কর্তৃপক্ষ বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৪) বিধি ৩৭ এর অধীন তদন্ত কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে অনিয়ম বা অসদাচরণ প্রমাণিত হইলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ১৩ এ বর্ণিত এক বা একাধিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৪১। **আপিল নিষ্পত্তির সময়সীমা**।—সরকার আপিল আবেদন প্রাপ্তির ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবে।

৪২। **আপৎকালীন তহবিল পরিচালনা পদ্ধতি**।—(১) আপৎকালীন তহবিলের অর্থ কেবল হজে গমনের উদ্দেশ্যে সরকারি ও বেসরকারি যে কোনো হজপালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি হজক্যাম্পে আগমনের পর হইতে হজ সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সময়কালে উদ্ভূত পরিস্থিতির চাহিদা পূরণ, অপ্রত্যাশিত কোনো ব্যয় এবং হজযাত্রীর কল্যাণে বাংলাদেশ ও সৌদি আরব পর্বে ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(২) আপৎকালীন তহবিলের অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকের হিসাবে 'আপৎকালীন তহবিল' শিরোনামে সংরক্ষিত থাকিবে।

(৩) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর অনুমোদনক্রমে হজ অনুবিভাগের অধীন ২ (দুই) জন কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত তহবিল পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনে, হিসাব শাখা বা বাজেট শাখার যে কোনো কর্মকর্তাকে এই বিষয়ে সাময়িক সময়ের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা যাইবে।

(৪) হজ মৌসুমে সৌদি আরবে আপৎকালীন তহবিলের অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে কাউন্সেলর (হজ) এর চাহিদার ভিত্তিতে সরকার উক্ত তহবিল হইতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৫) কাউন্সেলর (হজ) উক্ত তহবিলের অর্থ স্থানীয় ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষণ করিবে।

(৬) কাউন্সেলর (হজ) উক্ত তহবিল হইতে অর্থ প্রাপ্তির আবেদন পাওয়ার পর আবেদনের সঠিকতা যাচাই-বাছাইপূর্বক যৌক্তিক পরিমাণ অর্থ হজযাত্রীকে প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত অর্থ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজনে কমিটি গঠন করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) অনুযায়ী ব্যয়িত অর্থের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং হজ মৌসুম শেষে এতৎসংক্রান্ত ব্যয় বিবরণী সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

৪৩। **হজ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের দায়িত্ব**।— (১) সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের দায়িত্ব তফসিল-৪ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ**।—এই বিধিমালা প্রবর্তনের পর সরকার, প্রয়োজনে, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই বিধিমালা এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে এই বিধিমালা প্রাধান্য পাইবে।

ফরম-১
(বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য)

প্রাক-নিবন্ধন ফরম

১। (ক) নাম:

(খ) জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

(গ) জন্ম নিবন্ধন নম্বর [অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য]:

২। জন্ম তারিখ:
৩। পেশা:

৪। মোবাইল নম্বর:

৫। ই-মেইল (যদি থাকে):

৬। অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়সীদের ক্ষেত্রে অভিভাবকের নাম:
৭। মহিলা হজযাত্রীর ক্ষেত্রে মাহরাম এর নাম:
৮। মাহরাম বা অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও সম্পর্ক:
৯। স্থায়ী ঠিকানা:
১০। বর্তমান ঠিকানা:
১১। ব্যাংকের নাম ও শাখা (যে ব্যাংকে টাকা জমা দিবেন):
১২। রিফান্ডের ক্ষেত্রে ব্যাংক, শাখা, হিসাবের নাম ও নম্বর:

সংযুক্তি:

১। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি;
২। অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স্কদের জন্য জন্ম নিবন্ধন সনদ;
৩। অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বা প্রবাসীদের জন্য জন্ম নিবন্ধনের কপি ও ১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
৪। মাহরাম বা অভিভাবকের জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি; এবং
৫। প্রবাসীদের জন্য বসবাসরত প্রবাস দেশের অনুমতিপত্র বা ওয়ার্ক পারমিটের কপি।

_____ _____

প্রাক-নিবন্ধনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ তথ্য গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-২

(বিধি ৫ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (গ) দ্রষ্টব্য)

মাহরামসহ হজের নিবন্ধন ফরম

(সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পালনে ইচ্ছুকদের জন্য প্রযোজ্য)

১। ইউনিটে হজযাত্রীর সংখ্যা:

২। নির্বাচিত হজ প্যাকেজ:

৩। ইউনিটের হজযাত্রীদের ট্র্যাকিং নম্বরসমূহ:

ক্রমিক নং	ট্র্যাকিং নম্বর	মহিলা হজযাত্রীর মাহরামের ট্রাকিং নম্বর বা ১৮ (আঠারো) বৎসরের কম বয়সী হজযাত্রীর অভিভাবকের ট্র্যাকিং নম্বর	সম্পর্ক

৪। সৌদি আরবে অবস্থানকালে জরুরি প্রয়োজনে বাংলাদেশে যোগাযোগের ব্যক্তি:

নাম: _____ মোবাইল নম্বর: _____

৫। জরুরি প্রয়োজনে সৌদি আরবে (যদি থাকে) যোগাযোগের ব্যক্তি (ইংরেজিতে পূরণ করুন):

নাম: _____ মোবাইল নম্বর: _____

৬। সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করলে টাকা ও মালামাল গ্রহণকারী ব্যক্তি (ইংরেজিতে পূরণ করুন):

নাম: _____ মোবাইল নম্বর: _____

৭। যে ফ্লাইট স্লটে যেতে আগ্রহী (সম্ভাব্য ফ্লাইট সিডিউল জন্য): ১ম সপ্তাহ/২য় সপ্তাহ/৩য় সপ্তাহ/৪র্থ সপ্তাহ/..... ।

৮। যে জেলায় হজ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে চান: _____

৯। রিফান্ডের জন্য ব্যাংক, ব্রাঞ্চ, হিসাবের নাম ও নম্বর:

উপরি-বর্ণিত তথ্যাবলি সঠিক। এই ইউনিটের সকল হজযাত্রী একইসঙ্গে একই ফ্লাইটে সৌদি আরবে গমন এবং একই ফ্লাইটে ফেরত আসতে ইচ্ছুক। নিবন্ধন ভাউচারের তথ্য সঠিকভাবে এন্ট্রি করা হয়েছে। ফটো সংযুক্ত করা হলো।

_____

নিবন্ধনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

নিবন্ধন কেন্দ্র কর্তৃক পূরণযোগ্য:

১। ফরম গ্রহণের ক্রমিক নং:

২। এই ফরমের ভিত্তিতে ডাটা এন্ট্রির পর নিবন্ধন ভাউচার নম্বর:

_____

তথ্য গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-৩
[বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (২) দ্রষ্টব্য]
হজযাত্রী প্রতিস্থাপন ফরম
অনলাইনে পূরণীয়

হজ এজেন্সির নাম: হজ এজেন্সির লাইসেন্স নম্বর:

(ক) হজযাত্রা বাতিল করতে ইচ্ছুক হজযাত্রীর তথ্য:

হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর: হজযাত্রীর নাম:
ক্রমিক নম্বর: পিআইডি নম্বর:
মাহরামের ট্র্যাকিং নম্বর: মাহরামের নাম:
মাহরামের সিরিয়াল নম্বর: বাতিলের কারণ:

(খ) প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর তথ্য:

প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নম্বর: প্রতিস্থাপিত হজযাত্রীর নাম:
ক্রমিক নম্বর: পিআইডি নম্বর:
প্রতিস্থাপিত হজযাত্রী মাহরামের ট্র্যাকিং নম্বর: প্রতিস্থাপিত হজযাত্রী মাহরামের নাম:
প্রতিস্থাপিত হজযাত্রী মাহরামের সিরিয়াল নম্বর:

বর্ণিত তথ্যাবলী সঠিক। কোনো অসত্য তথ্যের জন্য আমার আবেদন বাতিল হবে জেনে আবেদন করলাম।

_____
আবেদনকারীর বা আবেদনকারীর পক্ষে (সম্পর্ক উল্লেখসহ)স্বাক্ষর ও তারিখ

_____
উল্লিখিত হজযাত্রী গুরুতরভাবে অসুস্থ এবং তিনি হজ পালনে বর্তমানে শারীরিকভাবে অক্ষম। বিষয়টি যাচাই করে সঠিক পাওয়া গেলো বিধায় সুপারিশ করা হল।

_____
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনলাইনে তথ্য প্রদানের অনুমোদিত চিকিৎসকের স্বাক্ষর ও তারিখ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূরণীয়:

পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণকৃত ফরম ও সংযুক্তিসমূহ গ্রহণ করা হলো।

_____
ফরম গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

বি:দ্র: গুরুতরভাবে অসুস্থ হজযাত্রীর অসুস্থতার সনদ সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়/সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক/সহকারী অধ্যাপক এবং জেলা পর্যায়ে সিভিল সার্জন ও উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার নিকট হতে সংগ্রহ করতে হবে। মৃত্যুজনিত কারণে হজযাত্রী প্রতিস্থাপনের আবেদনের সহিত সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/পৌরসভার মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যু সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

ফরম-৪

[বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (৮) দ্রষ্টব্য]

বেসরকারি হজ এজেন্সির বাড়ি ভাড়ার তাসরিয়া/তাসনিফ অনুমোদনের ফরম

মোনাজ্জেমের নাম: মোনাজ্জেম নম্বর:

এজেন্সির নাম: লাইসেন্স নম্বর: হাজযাত্রীর সংখ্যা:

(ক) মক্কা-আল-মোকাররমা

ক্রম	বাড়ি/হোটেল ভাড়া প্রদানকারীর নাম	বাড়ি/হোটেলের ঠিকানা	তাসরিয়া/তাহনিফ নং ও ধারণ ক্ষমতা	ভাড়াকৃত অংশের ধারণ ক্ষমতা	হারাম শরীফ হইতে দূরত্ব
১।					
২।					
৩।					

(খ) মদিনা-আল-মুনাওয়ারা

ক্রম		বাড়ি/হোটেল ভাড়া প্রদানকারীর নাম	বাড়ি/হোটেলের ঠিকানা	তাসরিয়া/তাহনিফ নং ও ধারণ ক্ষমতা	ভাড়াকৃত অংশের ধারণ ক্ষমতা	মসজিদে নববী হইতে দূরত্ব
১।						
২।						
৩।						

হজযাত্রীদের অতিরিক্ত সার্ভিস সেবার জন্য চুক্তিভুক্ত মোয়াল্লেম নম্বর:

সংযুক্তি:

১। মক্কা ও মদিনার বাড়ি/হোটেলের চুক্তিপত্র;

২। মোয়াল্লেমের সাথে চুক্তিপত্র;

৩। মোয়াল্লেমের সাথে অতিরিক্ত সেবার বিবরণসহ চুক্তিপত্র।

উপরে বর্ণিত তথ্যাবলী সঠিক। আমি ফরমে বর্ণিত হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম হিসেবে সৌদি সরকারের চুক্তি মোতাবেক মোয়াল্লেমের সাথে অতিরিক্ত সেবা ক্রয়চুক্তি সম্পাদন করেছি। প্রদত্ত তথ্য ভুল/মিথ্যা প্রমাণিত হলে আমার / আমাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

_____

আবেদনকারী মোনাজ্জেমের স্বাক্ষর ও তারিখ

হজ অফিস, জেদ্দা কর্তৃক পূরণীয়:

হজ অফিসে ফর্মটি জমা প্রদানের তারিখ ও সময় : রেজিস্টারে ক্রমিক নম্বর :

ফরমে প্রদত্ত তথ্য যাচাই করা হলো। বাড়ি ভাড়ার তাসরিয়া/তাসনিফ তথ্য সঠিক। মোয়াল্লেমের সাথে অতিরিক্ত সেবা ক্রয় চুক্তিটি অনলাইনে সঠিক পাওয়া গেলো বিধায় ছাড়পত্র অনুমোদনের সুপারিশ করা হল।

_____ _____

যাচাইকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ অনুমোদনকারি কনসাল (হজ) এর স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম-৫

[বিধি ২৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ঞ) দ্রষ্টব্য]

এজেন্সির তথ্য ফরম

১।	এজেন্সির নাম (বাংলা ও ইংরেজিতে)	:		
২।	লাইসেন্স নম্বর	:		
৩।	এজেন্সির ঠিকানা (বাংলা ও ইংরেজিতে)	:		
৪।	স্বত্বাধিকারী/অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সকল অংশীদারের নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:		
৫।	পরিচালনাকারীর নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: (যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে সম্মতিপত্র সংযুক্ত করতে হবে)	:		
৬।	এজেন্সির হালনাগাদ কাগজপত্র	:	ট্রেড লাইসেন্স	
			আয়কর সনদ	
			সিভিল এভিয়েশন সনদ	
			বাড়ি ভাড়া চুক্তিপত্র অথবা মালিকানা দলিল	
৭।	এজেন্সির অফিস সংক্রান্ত তথ্যাদি	:	অফিসের আয়তন (বর্গফুট/বর্গমিটার)	
			জনবলের তালিকা (জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরসহ)	
৮।	যোগাযোগ (ফোন, মোবাইল, ই-মেইল, ওয়েবসাইট)	:		
৯।	জামানতের বিবরণ (এফডিআর নং, ব্যাংকের নাম, শাখা, তারিখ, টাকার পরিমাণ)	:		

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক

ফরম গ্রহণকারীর স্বাক্ষর
(সীলসহ)

স্বত্বাধিকারী/পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর
(সীলসহ)

ফরম-৬

(বিধি-২৯ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য)

ওমরাহ কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য ফরম

ক্রমিক নং	ওমরাহ এজেন্সির নাম	ওমরাহ যাত্রীদের নাম	বাংলাদেশি এজেন্সির সহিত চুক্তিবদ্ধ সৌদি ওমরাহ এজেন্সির নাম ও ঠিকানা	সৌদি আরবে গমনের তারিখ	প্রত্যাবর্তনের তারিখ	সৌদি আরবে অবস্থানের ঠিকানা	সৌদি আরবে এজেন্সির মালিক বা গাইডের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বর

স্বত্বাধিকারী/পরিচালনাকারীর স্বাক্ষর

(সীলসহ)

ফরম-৭

[বিধি ৩০ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

এজেন্সি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির আবেদন ফরম

বরাবর
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ
হজ অনুবিভাগ
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মহোদয়,

আমি/আমরা ---------- হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ এর অধীন হজ এজেন্সি/ওমরাহ এজেন্সি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আবেদন করিতেছি। আমার/আমাদের এজেন্সির বিস্তারিত তথ্যাদি নিম্নরূপ, যথা:-

১। আবেদনকারীর নাম (বাংলা):

(ইংরেজি):

২। এজেন্সির নাম:

৩। জাতীয়তা:

৪। ধর্ম:

৫। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর:

৬। পাসপোর্ট নম্বর:

৭। টিআইএন নম্বর:

৮। আবেদনকারীর ঠিকানা:

(ক) স্থায়ী ঠিকানা:

(খ) বর্তমান ঠিকানা:

৯। ব্যাংক হিসাব নম্বর:

১০। অফিসের ঠিকানা ও আয়তন:

১১। আইএটিএ সনদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

১২। জনবলের তথ্য:

১৩। ই-মেইল:

১৪। মোবাইল নম্বর:

১৫। ফোন:

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আবেদনপত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলাদি সঠিক ও সত্য। আমি/আমরা হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এবং হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ পাঠ করিয়া উহার সকল বিধি-বিধান অনুসরণে আমার/আমাদের সক্ষমতা রহিয়াছে। ঘোষণা করিতেছি যে, আমি/আমরা অন্য কোনো হজ বা ওমরাহ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী বা অন্য কোনোভাবে সম্পৃক্ত নই। আমি/আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত সকল নির্দেশনা/আদেশ মানিয়া চলিব।

আপনার বিশ্বস্ত,

(----------)

তারিখ:

সংযুক্তিসমূহ:

১। আবেদনকারীর এনআইডি এর কপি

২। আবেদনকারীর পাসপোর্ট এর কপি

৩। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর কপি

৪। প্রতিষ্ঠানের টিআইএন (TIN) এর কপি এবং হালনাগাদ কর পরিশোধের সনদ

৫। হালনাগাদ ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালনার সনদ

৬। হালনাগাদ আইএটিএ এর কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৭। হালনাগাদ অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র/মালিকানার দলিল (আয়তন ৪০০ বর্গফুটের নিম্নে নয়)

৮। ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক সক্ষমতার প্রত্যয়ন

৯। জনবল ও আসবাবপত্রের তালিকা

আপনার বিশ্বস্ত,

(নাম, পদবি, সীলসহ স্বাক্ষর)

ফরম-৮
[বিধি ৩০ এর দফা (ঘ) দ্রষ্টব্য]

(হজ এজেন্সি নিবন্ধন সনদ এর নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

নিবন্ধন নম্বর:	তারিখ:

হজ এজেন্সির নিবন্ধন সনদ

এতদ্বারা, ---------- (এজেন্সির নাম), যাহার স্বত্বাধিকারী/ অংশীদার জনাব ----------, ---------- ---------- (ঠিকানা), কে অদ্য ---------- তারিখে, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ধারা ৯ এর অধীন নিবন্ধন প্রদান/ধারা ১০ এর অধীন নিবন্ধন নবায়ন করা হইল।

উক্ত নিবন্ধন/নিবন্ধন নবায়নের মেয়াদ ---------- তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

ফরম-৯

[বিধি ৩০ এর দফা (ঘ) দ্রষ্টব্য]

(ওমরাহ এজেন্সির নিবন্ধন সনদ এর নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ অনুবিভাগ
নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ

নিবন্ধন নম্বর:	তারিখ:

ওমরাহ এজেন্সির নিবন্ধন সনদ

এতদ্বারা, ---------- (এজেন্সির নাম), যাহার স্বত্বাধিকারী/ অংশীদার জনাব ----------, ---------- ---------- (ঠিকানা), কে অদ্য ---------- তারিখে, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এর ধারা ৯ এর অধীন নিবন্ধন প্রদান/ধারা ১০ এর অধীন নিবন্ধন নবায়ন করা হইল।

উক্ত নিবন্ধন/নিবন্ধন নবায়নের মেয়াদ ---------- তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

ফরম-১০

[বিধি ৩৩ এর দফা (ক) দ্রষ্টব্য]

এজেন্সির নিবন্ধন সনদ নবায়নের আবেদন ফরম

১।	এজেন্সির নাম ও ঠিকানা (ইংরেজিতে)	:		
২।	লাইসেন্স নম্বর	:		
৩।	স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণের নাম	:		
৪।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	:		
৫।	অপর কোনো হজ এজেন্সি আছে কিনা? (থাকলে উক্ত এজেন্সির নাম ও লাইসেন্স নম্বর)	:		
৬।	অফিসের আয়তন (বর্গফুট/বর্গমিটার)	:		
৭।	অফিসের হালনাগাদ কাগজপত্র (আবেদিত বছর পর্যন্ত হালনাগাদ থাকতে হবে)	:	ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন সনদ	
			আয়কর সনদ	
			ট্রেড লাইসেন্স	
			অফিস ভাড়ার চুক্তিপত্র/ মালিকানার দলিল	
৮।	জনবলের তালিকা	:		
৯।	যোগাযোগ তথ্য (ফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, ই-মেইল ওয়েবসাইট)	:		
১০।	নিয়োগ প্রাপ্তির পর কোন কোন সনে হজ/ ওমরাহ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন।	:		
১১।	ফি সংক্রান্ত তথ্য (পে-অর্ডার/চালান নং, ব্যাংকের নাম, শাখা, তারিখ, টাকার পরিমাণ)	:		
১২।	জামানতের বিবরণ (এফডিআর নং, ব্যাংকের নাম,শাখা, তারিখ, টাকার পরিমাণ)	:		

নবায়নের আবেদনের সহিত নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য পরিবর্তন/হালনাগাদ করতে চাইলে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

১। ঠিকানা পরিবর্তন/হালনাগাদ সংক্রান্ত তথ্য;

২। মালিকানার ধরন ও মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য;

৩। কর্মকর্তা পরিবর্তন সংক্রান্ত তথ্য;

৪। জামানত পরিবর্তন/হালনাগাদ সংক্রান্ত তথ্য।

স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণের স্বাক্ষর
(সীলসহ)

ফরম-১১
[বিধি ৩৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]
হজযাত্রী কর্তৃক অভিযোগ ফরম

হজ এজেন্সির নাম :

হজ এজেন্সির লাইসেন্স নম্বর :

অভিযোগকারীর নাম:

প্রাক-নিবন্ধিত/হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নং:

পিলগ্রিম আইডি নম্বর (যদি থাকে):

মোবাইল :

ই-মেইল (যদি থাকে) :

অভিযোগের কারণ (টিক চিহ্ন দিতে হবে):

নিবন্ধন না করা/অন্য হজ এজেন্সিতে স্থানান্তর না করা/রিফান্ডকৃত টাকা ফেরত না দেয়া/প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত/ফ্লাইট সংক্রান্ত/রিপ্লেসমেন্ট সংক্রান্ত/অন্যান্য

উপরোক্ত বিষয়ে আমার বক্তব্য আলাদা পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা হইল।

_____
আবেদনকারী বা আবেদনকারীর পক্ষে (সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে) স্বাক্ষর ও তারিখ

হজ অফিস, ঢাকা কর্তৃক পূরণীয়:

পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণকৃত ফরম ও সংযুক্তিসমূহ গ্রহণ করা হইল। অভিযোগ নথির ক্রমিক নং :

_____
ফরম গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

উল্লিখিত অভিযোগ শুনানি গ্রহণ করা হল। বিষয়টি তাৎক্ষণিক নিষ্পত্তি করা হইল/পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলো। সংযুক্ত (ফর্দ)

প্রশাসনিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা'র স্বাক্ষর ও তারিখ

তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়:

শুনানি শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হইল:

তদন্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ:

ফরম-১২

[বিধি ৩৬ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]
হজযাত্রী ও ওমরাহযাত্রী কর্তৃক অভিযোগ ফরম

হজ এজেন্সির নাম :

হজ এজেন্সির লাইসেন্স নম্বর :

হজযাত্রীর ট্র্যাকিং নং:

হজযাত্রীর নাম:

পিলগ্রিম আইডি নম্বর :

মোবাইল :

ই-মেইল:

অভিযোগের কারণ (টিক চিহ্ন দিতে হবে):

ফ্লাইট সংক্রান্ত/চুক্তি বহির্ভূত আবাসন/আবাসনের মান, দূরত্ব/খাবারের মান/গাইড সংক্রান্ত/কুরবানী/ মোয়াল্লেমের ন্যূনতম সেবা না দেয়া/মক্কার ব্যবস্থাপনা/মদিনার ব্যবস্থাপনা/দুর্ব্যবহার-হয়রানি/ পরিবহণ/চুক্তিপত্রে উল্লিখিত সেবার এক বা একাধিক সেবা প্রদান না করা/ অন্যান্য.....
.....।

উপরোক্ত বিষয়ে আমার বক্তব্য আলাদা পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা হইল।

_____
আবেদনকারী বা আবেদনকারীর পক্ষে (সম্পর্ক উল্লেখ করতে হবে) স্বাক্ষর ও তারিখ

বাংলাদেশ হজ অফিস, জেদ্দা/মক্কা/মদিনা কর্তৃক পূরণীয়:

পূর্ণাঙ্গভাবে পূরণকৃত ফরম ও সংযুক্তিসমূহ গ্রহণ করা হলো। অভিযোগ নথির ক্রমিক নং :

_____
ফরম গ্রহণকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পূরণীয়:

শুনানি শেষে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হইল :

_____
তদন্তকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

উল্লিখিত অভিযোগ শুনানি গ্রহণ করা হল। বিষয়টি তাৎক্ষণিক নিস্পত্তি করা হলো/পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হইল। সংযুক্ত (ফর্দ)

_____
কাউন্সেলর (হজ) এর স্বাক্ষর ও তারিখ

তফসিল-১

[বিধি ১১ এর উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ এজেন্সির মধ্যে চুক্তিপত্রের নমুনা

প্রথম পক্ষ	দ্বিতীয় পক্ষ
পরিচালক	স্বত্বাধিকারী/অংশীদারগণ
হজ অফিস	----------
আশকোনা, ঢাকা।	----------
(ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে)	----------

.....(..... হিজরি) সালে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের জন্য হজ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ ও হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২, অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্তাধীনে সম্পাদিত চুক্তিপত্র:

১। .....(..... হিজরি) সালে সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন সর্বনিম্ন হজ প্যাকেজের সমান সুযোগ সুবিধায় ধার্যকৃত টাকার নিম্নে দ্বিতীয় পক্ষ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করিতে পারিবে না। এজেন্সি কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে এর নিম্নে কোনো অর্থ আদায় করা যাইবে না।

২। সরকারি ব্যবস্থাপনার সর্বনিম্ন প্যাকেজে ঘোষিত সেবাসমূহের (সৌদি মোয়াল্লেম সেবাসহ) চেয়ে কোনোক্রমেই এজেন্সির প্রদত্ত সেবা নিম্নতর হইবে না।

৩। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুসারে হজ এজেন্সি প্রত্যেক হজযাত্রীর সহিত চুক্তিপত্র (ফর্ম ১৫) স্বাক্ষর করিবে। উক্ত চুক্তিপত্রের কপি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকা বরাবর দাখিল করিবে।

৪। চুক্তিপত্র সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ হজে গমনেচ্ছু কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাক-নিবন্ধন ব্যতীত কোনো অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

৫। দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রী নিবন্ধন থেকে শুরু করিয়া হজযাত্রী সৌদি আরবে প্রেরণ, সৌদি আরবে হজযাত্রীর প্রাপ্য সেবা প্রদান এবং দেশে প্রত্যাগমনসহ সার্বিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৬। নিবন্ধনের ক্ষেত্রে প্যাকেজে নির্ধারিত অবশিষ্ট অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদানপূর্বক নিবন্ধন সম্পন্ন করিতে হইবে।

৭। দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ- ..... (..... হিজরি) অনুসারে হজের ব্যয় বাবদ অর্থ হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির নিকট হইতে সরাসরি এজেন্সির ব্যাংক হিসাবে জমা করিতে হইবে এবং জমা স্লিপের ফটোকপি চুক্তির সংলাপ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৮। **দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে:**

(১) হজযাত্রীকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার বিষয় উল্লেখপূর্বক হজযাত্রীর সঙ্গে লিখিত চুক্তি সম্পাদন;

(২) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নতম প্যাকেজ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে হজযাত্রী প্রেরণের জন্য কোনো চুক্তি না করা;

(৩) হজ চুক্তি এজেন্সির ওয়েব পেজে আপলোডকরণ। এছাড়া এজেন্সির অফিসে আগত হজযাত্রী এবং তাঁহার নিকট আত্মীয়গণ সহজেই যেন দেখিতে পায় এমন দৃশ্যমান জায়গায় হজচুক্তির কপি প্রদর্শন;

(৪) প্রয়োজনীয় মেয়াদ সংবলিত পাসপোর্টের মাধ্যমে সৌদি ভিসা সংগ্রহপূর্বক হজযাত্রী প্রেরণের ব্যবস্থা;

(৫) সৌদি আরবে আসা-যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমান টিকেটের ব্যবস্থা;

(৬) মক্কায় কাবা শরীফ ও মদীনায় মসজিদে নববী থেকে যৌক্তিক দূরত্বে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাসরিয়া/তাসনিফযুক্ত বাড়ির ব্যবস্থা এবং মক্কায় হারাম শরীফ থেকে ২ কিঃ মিঃ এর উর্ধ্বে দূরত্ব হইলে হজযাত্রীদের হারাম শরীফে আনা-নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;

(৭) পর্যাপ্ত পানি সরবরাহসহ সর্বোচ্চ ৫/৬ জনের জন্য ১টি গোসলখানা/টয়লেটের ব্যবস্থা সংবলিত বাড়িভাড়া করা;

(৮) হজযাত্রীদের সহজে যাতায়াতের জন্য বড় পরিসরের লিফ্টযুক্ত বাড়ি ভাড়াকরণ;

(৯) প্রতি ফ্লোরে এক বা একাধিক রেফ্রিজারেটরের ও বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থাকরণ;

(১০) মিনায় তাঁবুতে বালিশ ও কম্বলসহ হজযাত্রীর শয়ন উপযোগী বিছানার ব্যবস্থা;

(১১) সৌদি আরবের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত খাবার সরবরাহ ও কুরবানীর ব্যবস্থা (যদি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকে);

(১২) কুরবানীর জন্য হজযাত্রীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইলে উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদানপূর্বক জমার রসিদ হজযাত্রীকে প্রদান;

(১৩) হজযাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা নিশ্চিতকরণ;

(১৪) বাংলাদেশ ই-হজ ব্যবস্থাপনায় এবং সৌদি ই-হজ ব্যবস্থাপনায় ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করার লক্ষ্যে হজযাত্রীর সৌদি আরবে গমনের ৭২ ঘন্টা পূর্বে ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকায় প্রেরণ;

(১৫) হজযাত্রীর পাসপোর্টের পিছনে বাড়ির ঠিকানা ও মোয়াল্লেম নম্বর সংবলিত স্টিকার আবশ্যিকভাবে সংযোজন;

(১৬) অসুস্থ হজযাত্রীকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রয়োজন হইলে তাহার ব্যবস্থা করা;

(১৭) ফিতরা বাড়ি/হোটেল ভাড়া করিলে তাহা সৌদি আরবে গমনের পূর্বেই হজযাত্রীকে অবহিতকরণ;

(১৮) হজযাত্রীর আবাসস্থলে এই বিধিমালা অনুযায়ী হজকর্মী নিয়োগ;

(১৯) প্রতি ৪৪ (কম/বেশি) জন হজযাত্রীর বিপরীতে একজন হজ গাইড আবশ্যিকভাবে নিয়োগ;

(২০) প্যাকেজ ঘোষণার সময় সরকারি প্যাকেজের ন্যায় খরচের উপ-খাতগুলো উল্লেখপূর্বক প্যাকেজ ঘোষণাকরণ;

(২১) হজযাত্রী সংগ্রহের লক্ষ্যে এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/গাইড ব্যতীত অন্য কাহারো মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে না;

(২২) সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজে গমনেচ্ছু ব্যক্তির নামের তালিকাসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পরিচালক, হজ অফিস, আশকোনা ঢাকা/বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট দাখিল;

(২৩) হজের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, বিমান ভ্রমণকালীন আচরণ ও ওয়াশরুম ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং লাগেজ রুল সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

(২৪) সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার তথ্য এবং ফ্লাইট ইনফরমেশন অনলাইনে হজ অফিস, আশকোনা, ঢাকাকে আবশ্যিকভাবে সরবরাহকরণ;

(২৫) হজযাত্রীদের মক্কা ও মদিনায় পৌঁছার পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হজযাত্রীদের পাসপোর্ট নম্বর, নাম ও ঠিকানা, মক্কা/মদিনায় অবস্থানের ঠিকানাসহ একটি তালিকা বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনায় দাখিল;

(২৬) মক্কা ও মদীনায় ভাড়াকৃত বাড়ির ঠিকানা এবং দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধির সৌদি আরবে সচল মোবাইল নম্বর হজ প্রশাসনিক দলের দলনেতা এবং কাউন্সেলর (হজ) মক্কা এবং হজ অফিসার মদীনাকে প্রদান;

(২৭) প্রশাসনিক দল হজযাত্রীদের জন্য মক্কা ও মদীনার আবাসন, খাবারমানসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করিবে এবং তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(২৮) হারানো হজযাত্রী দ্রুত খুঁজিয়া তাঁহার বাড়ি / তাঁবুতে ফেরত আনা;

(২৯) বাংলাদেশ হইতে বিমানযোগে মদিনায় হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে মদিনায় পৌঁছানোর ন্যূনতম ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা আগে দ্বিতীয় পক্ষ ফ্লাইট নম্বর, হজযাত্রীর নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর মদিনায় অবস্থানের ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্যাবলি মদিনার বিমানবন্দরস্থ আদিল্লা অফিস, বাংলাদেশ হজ অফিস, মদিনায় প্রেরণ নিশ্চিত করিবে;

(৩০) মদিনা আল মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে হজযাত্রীদের নামায আদায় এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এঁর রওজা মোবারক জিয়ারতের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;

(৩১) অন্য হজ এজেন্সির হজযাত্রীকে নিজস্ব হজযাত্রী পরিচয়ে নিজ ব্যবস্থাপনায় হজে না নেওয়া;

(৩২) হজযাত্রীদের ভিসাসহ পাসপোর্ট ও বিমান টিকিট নিশ্চিত করিয়া হজযাত্রীদের হজ ক্যাম্পে আনয়ন;

(৩৩) এজেন্সির প্রতিনিধির জন্য সরকার নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান নিশ্চিতকরণ;

(৩৪) সৌদি সরকারের নির্ধারিত আইন-কানুন যথাযথভাবে অনুসরণ। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো আচরণ না করা;

(৩৫) হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন;

(৩৬) উপরে বর্ণিত শর্তসমূহের কোনোটি প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে দ্বিতীয় পক্ষ হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এবং হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী অনিয়ম ও অসদাচরণ করিয়াছেন মর্মে গণ্য হইবে।

স্বাক্ষর (প্রথম পক্ষ)	স্বাক্ষর (দ্বিতীয় পক্ষ)
নাম	নাম
পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা (দাপ্তরিক সীল)	পদবি : (দাপ্তরিক সীল)

সাক্ষী/সাক্ষীগণ

ক্রমিক নং	নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	পদবি ও ঠিকানা	স্বাক্ষর ও সীলমোহর
১।			
২।			
৩।			

তফসিল-২
[বিধি ১৯ এর দফা (য) দ্রষ্টব্য]

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় এজেন্সির মোনাজ্জেম নিয়োগ ও কর্মপরিধি সংক্রান্ত নির্দেশিকা

১। উদ্দেশ্য:

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের উন্নত সেবা প্রদান ও সুষ্ঠুভাবে হজপালন নিশ্চিতকরণে মোনাজ্জেম নির্বাচন ও কর্মপরিধি নির্ধারণ।

২। যোগ্যতা:

(১) রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি মোনাজ্জেম হইতে পারিবেন। এই ক্ষেত্রে আবেদনের সহিত প্রমাণক সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) কোনো হজ এজেন্সির মোনাজ্জেম নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপক/তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাকে মনোনয়নের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত ও ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পরিশোধের প্রমাণক বা (TIN) সহ আবেদন করিতে হইবে।

(৩) মোনাজ্জেমকে অবশ্যই বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন ও নির্দেশনা বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকিতে হইবে।

(৪) সমন্বিত হজ পালনে মোনাজ্জেম অবশ্যই লিড এজেন্সি হইতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেন। মোনাজ্জেমকে অন্যান্য যোগ্যতার সাথে আইটি বিষয়েও ধারণা থাকিতে হইবে।

(৫) সৌদি আরবে যাবতীয় কার্যক্রম প্রতিপালনে প্রশাসনিক ও কারিগরিভাবে দক্ষ হইতে হইবে।

৩। মোনাজ্জেমের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকারের যাবতীয় আইন-কানুন ও নির্দেশনা বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকিতে হইবে।

(২) সৌদি আরবের ই-হজ সিস্টেমে তাসরিয়াহ/তাসনিফ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদানপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করিয়া বাংলাদেশ হজ অফিসের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সৌদি আরবে বিভিন্ন দপ্তরের সহিত যথাসময়ে চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

৪। মোনাজ্জেম নিয়োগ পদ্ধতি:

(১) মোনাজ্জেম হওয়ার জন্য হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি প্রমাণকসহ আবেদন পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় জমা প্রদান করিবে;

(২) হজ এজেন্সি তাহার কোনো কর্মকর্তা/কর্মচারীকে মোনাজ্জেম হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিতে চাহিলে উপযুক্ত প্রমাণসহ আবেদন করিতে হইবে। এইক্ষেত্রে নিয়োজিত মোনাজ্জেমের মাধ্যমে সম্পাদিত সকল কার্যক্রম উক্ত হজ এজেন্সির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে (ফর্ম-১৪);

(৩) হজ এজেন্সি ই-হজ ব্যবস্থাপনায় মোনাজ্জেম নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করিয়া পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা বরাবর আবেদন করিবে।

(৪) মোনাজ্জেম পরিবর্তনের জন্য একইভাবে আবেদন করিতে হইবে।

৫। অনিয়ম, অসদাচরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা:

(১) কোনো মোনাজ্জেম হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এবং হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২, হজ প্যাকেজ ও এই নির্দেশিকাসহ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন/আদেশ/নির্দেশনার প্রতি অবজ্ঞা/শৈথিল্য প্রদর্শন কিংবা অমান্য/অনিয়ম করিলে মোনাজ্জেম ও সংশ্লিষ্ট এজেন্সির বিরুদ্ধে সরকার কর্তৃক আইনের অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে;

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উক্ত মোনাজ্জেম/এজেন্সি হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ ও এই বিধিমালা অনুযায়ী আপিল করিতে পারিবে।

তফসিল-৩
[বিধি ২৭ দ্রষ্টব্য]

হজ গাইড নিয়োগ নির্দেশিকা

১। উদ্দেশ্য

সুষ্ঠুভাবে হজ পালনে হজযাত্রীদের করণীয়, হজের সফর ও আনুষঙ্গিক কাজে সার্বিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য হজ গাইড নিয়োগ।

২। হজ গাইড নিয়োগের যোগ্যতা:—

সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর জন্য নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে হজগাইড নিয়োগ করা যাইবে:

(১) ন্যূনতম একবার হজ পালন করিয়াছেন এবং হজের আরকান-আহকাম, হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ হজ প্যাকেজ, লাগেজ রুলস, হজ বিষয়ে সৌদি আরবের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত এবং নাগরিক জ্ঞান সম্পন্ন, হজের সফরে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলায় পারদর্শী হইবেন;

(২) ন্যূনতম ৪০ বৎসর এবং অনধিক ৬০ বৎসর বয়স্ক ও শারীরিক এবং মানসিকভাবে সামর্থ্যবান হইতে হইবে;

(৩) স্নাতকত্তোর/স্নাতক/এইচএসসি/এসএসসি/সমমানের সনদ থাকিতে হইবে। তবে ইতোপূর্বে সুনাম ও দক্ষতার সহিত গাইড হিসেবে দায়িত্ব পালন করিয়াছেন তিনি অগ্রাধিকার পাইবেন;

(৪) প্রার্থীকে ন্যূনতম ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রী সংগ্রহ করিতে হইবে;

(৫) হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার/এজেন্ট/মোনাজ্জেম হজগাইড হইতে পারিবেন না;

(৬) শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতে দক্ষ হইতে হইবে;

(৭) প্রয়োজনীয় মোবাইল অ্যাপস ব্যবহারে পারদর্শীসহ আইটি জ্ঞান সম্পন্ন হইতে হইবে;

(৮) আরবি ভাষায় দক্ষ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। হজগাইডকে শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী এবং বিনয়ী হইতে হইবে;

(৯) সরকারি কর্মজীবিদের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

৩। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগ কমিটি :

(১) কোনো জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনার নূন্যতম ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রী থাকিলে তাঁহাদের জন্য ঐ জেলা হইতে একজন গাইড নিয়োগ করা হইবে। হজ নিবন্ধন সম্পন্ন হইবার পর গাইড নিয়োগের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিজ্ঞপ্তি জারি করিবে। বিজ্ঞপ্তি জারির পর জেলা পর্যায়ে হজগাইড হিসাবে নিয়োগ পাইতে আগ্রহী যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর নির্ধারিত ফরমে অন-লাইনে আবেদন করিতে হইবে।

(২) হজগাইড নিয়োগের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত দুইটি কমিটি থাকিবে।

(ক) জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি

১. জেলা প্রশাসক	সভাপতি
২. জেলা ইমাম সমিতির সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদক	সদস্য
৩. পরিচালক/উপপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন	সদস্য সচিব

কার্যপরিধি:

১. গাইড হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার জন্য প্রাপ্ত আবেদনসমূহ অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত যোগ্যতার আলোকে প্রাথমিকভাবে বাচাই করিয়া ২:১ হিসাবে প্যানেল প্রস্তুত করিবে; অথবা

২. কোনো জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনার ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রী না থাকিলে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট জেলার হজযাত্রীর সংখ্যা উল্লেখ করিয়া প্যানেল তৈরির জন্য পার্শ্ববর্তী জেলায় প্রেরণ করিবে, ইহা সম্ভব না হইলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(খ) কেন্দ্রীয় হজ গাইড নিয়োগ কমিটি

১. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব, হজ অনুবিভাগ	সভাপতি
২. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্মসচিব/উপসচিব	সদস্য
৩. পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা	সদস্য
৪. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	সদস্য
৫. উপসচিব (হজ অধিশাখা)	সদস্য সচিব

তবে, এই কমিটি, প্রয়োজনে, এক বা একাধিক সদস্যকে কমিটিতে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

কার্যপরিধি: জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্যানেল পর্যালোচনা করিয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী হজ গাইড এর চূড়ান্ত তালিকা প্রণয়ন করিবে।

৪। হজ গাইড প্যানেল তৈরির শর্তাবলি।—

(১) হজযাত্রী নিবন্ধন শেষে হজ গাইড নিয়োগ নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অনুচ্ছেদ-৭ এ বর্ণিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সক্ষম প্রার্থীকে গাইড নিয়োগের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় www.mora.gov.bd এবং www.hajj.gov.bd এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবে;

(২) অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত যোগ্যতা সম্পন্ন ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম প্রার্থীকে জীবন বৃত্তান্ত, পাসপোর্ট সাইজের ছবি, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদির সত্যায়িত কপিসহ মোবাইল নম্বর উল্লেখ করিয়া জেলা হজগাইড প্যানেল তৈরি কমিটির সভাপতি বরাবরে লিখিত আবেদন করিতে হইবে। www.hajj.gov.bd হইতে ফরম ডাউনলোড করা যাইবে;

(৩) 'জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি' প্রাপ্ত আবেদনসমূহ বাছাই করিয়া প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া প্যানেল চূড়ান্ত করিবে। প্রয়োজনে আবেদনকারীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(৪) হজগাইড হইতে আগ্রহী ব্যক্তিকে হজযাত্রার শুরু হইতে একাধিক্রমে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের জন্য দায়িত্ব পালন করিতে হইবে বিধায় আবেদনকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকিলে ঐ সময়ের জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হইতে ছুটি মঞ্জুরের প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে;

(৫) সাক্ষাৎকারের সময়, হজযাত্রীদের মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফাহ, মুজদালিফাহ, জামারায় করণীয়, লাগেজ রুলস, সৌদি আরবের বিধি-বিধান, নাগরিক জ্ঞান, আইটি জ্ঞান, ভ্রমণকালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান, জ্ঞানের গভীরতা এবং প্রার্থীর সেবা করার মনোভাব যাচাই করিতে হইবে;

(৬) 'জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি' সাক্ষাৎকার গ্রহণ করিয়া প্রতি ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য একজন প্রধান প্রার্থী এবং সম্ভব হইলে একজন অপেক্ষমান প্রার্থীর নাম সুপারিশ করিবে। যেই এলাকার হজযাত্রী সেই এলাকার বা নিকটবর্তী এলাকার আবেদনকারী হজ গাইড হিসেবে সুপারিশে প্রাধান্য পাইবেন। "জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি" সুপারিশের যৌক্তিকতা উল্লেখ করিবে;

(৭) হজযাত্রী সংগ্রহকারী ব্যক্তি তাহার দ্বারা সংগৃহীত হজযাত্রীদের নাম, ঠিকানা সম্বলিত তালিকাসহ জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটির নিকট গাইড হিসেবে নিয়োগের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন;

(৮) গড়ে ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর জন্য ১ জন করিয়া হজ গাইড নির্বাচন করা সম্ভব না হইলে কেন্দ্রীয় হজ গাইড নির্বাচন কমিটি উক্ত হজ গাইড নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে;

(৯) জেলা প্রশাসক ও সভাপতি 'জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি' ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সার্ভারে (ফরম-৪, পরিশিষ্ট-খ) অনলাইনে হজ গাইডের তথ্য পূরণ করিয়া হজ গাইডদের সুপারিশ ফরম-৪ প্রিন্ট করিবেন ও তাহা স্বাক্ষর করিয়া সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করিবেন;

(১০) জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটি তাহাদের সকল কার্যক্রম ২০ রমজানের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

৫। সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগের শর্তাবলি:

(১) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ১০ শাওয়াল এর মধ্যে হজ গাইড নিয়োগ চূড়ান্ত করিবে। নিয়োগ আদেশ জারির পর হজ গাইডগণ হজ অফিস, ঢাকায় নির্ধারিত ফরম-৪, অঙ্গীকারনামা, পাসপোর্ট ইত্যাদি জমা দিয়া রিপোর্টিং সম্পন্ন করিবেন এবং নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা (তপশিল ৬ ফরম-১২) সম্পাদন করিতে হইবে।

(২) জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকার এর নিকট আবেদন করিলে কেন্দ্রীয় হজ গাইড নিয়োগ কমিটি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে শুনানী গ্রহণ করতঃ সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করিবে। এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(৩) বিশেষ অবস্থায় হজ গাইডের নিকট হইতে হজের ব্যয় বাবদ নিদিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্ধারিত হারে ফি আদায় করা হইতে পারে। তদুপরি প্রয়োজনবোধে সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য প্রয়োজনীয় অর্থও পরিশোধ করিতে হইতে পারে;

(৪) চূড়ান্তভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার পর অনিবার্য কারণ ব্যতীত কোনো হজ গাইড অব্যাহতি দাবী করিতে পারিবে না। অপারগতার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত হজ গাইড সরকার কর্তৃক ব্যয়িত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ও প্রদত্ত ইউনিফর্ম প্রযোজ্য সকল স্থানে পরিধান করিতে হইবে;

(৬) হজগাইড হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত কোনো দুর্ঘটনার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না এবং এই জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে না;

(৭) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হজযাত্রী গ্রুপে সংযুক্ত হইতে কোনো হজ গাইড আপত্তি করিতে পারিবেন না;

(৮) প্রত্যেক হজ গাইড সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রযোজ্য প্যাকেজের হজযাত্রীর অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন। সৌদি আরবে যাতায়াত ও টেলিফোন ব্যয় বাবদ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্য হইবেন;

৬। হজ গাইড নিয়োগ বাতিল ও অব্যাহতি:

(১) নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো হজ গাইড প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করিলে কিংবা যথাসময়ে রিপোর্ট না করিলে তাঁহার নিয়োগাদেশ বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) হজ গাইড নিয়োগ, হজ গাইডদের করণীয়, অনিয়ম-অসদাচরণ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৭। **হজ গাইডের দায়িত্ব ও কর্তব্য:**

(১) হজে গমন হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঢাকা, জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর, মক্কা, মদিনা, মিনা, আরাফা এবং মুজদালিফাসহ হজের সকল কার্যক্রমে একজন হজ গাইডকে ৪৪ জন (কম/বেশি) হজযাত্রীর গাইড হিসাবে কাজ করিতে হইবে এবং হজযাত্রীদের সহিত সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করিতে হইবে;

(২) হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন কাজে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করিবেন;

(৩) হজ ভিসা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাসপোর্ট জমা প্রদান, আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ, ইলেক্ট্রনিক মেডিকেল প্রোফাইল প্রস্তুত এবং বিমানের টিকিট সংগ্রহে সহায়তা প্রদান;

(৪) হজযাত্রীদের হজের আরকান-আহকাম সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তা'লিম প্রদান;

(৫) হজ প্রশাসনিক দল/কাউন্সেলর (হজ)/মৌসুমী হজ অফিসারের তত্ত্বাবধানে দায়িত্ব পালন;

(৬) কোনো হজগাইড কোনো হজযাত্রীর ব্যক্তিগত কাজে সংশ্লিষ্ট হইবেন না;

(৭) হজযাত্রীর নিকট হইতে কোনো বখশিস/অর্থ/উপহার দাবী কিংবা গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(৮) খাবার ক্রয়, কুরবানী বা অন্য কোনো আর্থিক লেনদেনে জড়িত হইবেন না;

(৯) হজযাত্রীদের সহিত নম্র ও ভদ্র আচরণ করিতে হইবে। সরকার বা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো কাজ করা যাইবে না;

(১০) গ্রুপের হজযাত্রীদের জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে উপস্থিত করিতে হইবে;

(১১) হারানো হাজী খুঁজিয়া বাহির করা ও অসুস্থ হাজীদের চিকিৎসা কেন্দ্রে নেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন;

(১২) গ্রুপের হজযাত্রীদের নাম, মক্কা-মদিনায় আবাসনের ঠিকানা, পাসপোর্ট ও মোবাইল নম্বর এবং মক্কা-মদিনার গুরুত্বপূর্ণ স্থানের ম্যাপ, সৌদি আরবে বাংলাদেশ হজ অফিসসমূহের ফোন ও মোবাইল নম্বর সংরক্ষণে রাখিতে হইবে;

(১৩) জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় অবস্থিত বাংলাদেশ হজ অফিসের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রাখিতে হইবে;

(১৪) নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ও সফরের সময় দৃশ্যমানভাবে জাতীয় পতাকা বহন করিবেন;

(১৫) প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে এবং মূল্যায়ন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইতে হইবে।

(১৬) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য সরকারের নিকট কোনো টি/এ, ডি/এ দাবী করা যাইবে না;

(১৭) মক্কা ও মদিনায় ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। এই সংক্রান্ত ব্যয় হজযাত্রীগণ বহন করিবেন;

(১৮) বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের পর হজ সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম উল্লেখপূর্বক একটি প্রতিবেদন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হইবে;

(১৯) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে হইবে।

৮। অসদাচরণ:

(১) হজ বা ওমরাহ এজেন্সির স্বত্তাধিকারী বা এজেন্সির সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি স্বীয় পরিচয় গোপন রাখিয়া হজ গাইড হিসাবে নির্বাচিত হলে উক্ত এজেন্সি আইনের ধারা ১২ অনুসারে অনিয়ম ও অসদাচারণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় যে-কোনো সময় কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই হজ গাইডকে দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। তাহার দ্বারা সংঘটিত কোনো অনিয়ম/অসদাচরণের কারণে তাহাকে হজগাইডের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলে তাহার জন্য ব্যয়িত সমুদয় অর্থ তিনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত খাতে পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৩) সরকার হজ গাইড নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনে অন্যবিধ শর্ত আরোপ ও দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

৯। বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজ গাইড নিয়োগ:

(১) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীগণের জন্য সংশ্লিষ্ট এজেন্সি হজ গাইড নিয়োগ এবং তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিবে।

(২) এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগকৃত হজ গাইডের যোগ্যতা সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত হজ গাইডের যোগ্যতার অনুরূপ হইবে।

(৩) সরকারি ব্যবস্থাপনার অনুরূপ বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও প্রতি ৪৪ জন (কম/বেশী) হজযাত্রীর জন্য একজন গাইড নিয়োগ করিতে হইবে।

(৪) বেসরকারি হজ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হজ এজেন্সি কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হজগাইডদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং সুযোগ-সুবিধা এজেন্সি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৫) বেসরকারি ব্যবস্থাপনার গাইডের দ্বারা সংঘটিত অনিয়ম এজেন্সির অনিয়ম হিসেবে গণ্য হইবে।

তফসিল-৪

[বিধি ৪১ এর উপ-বিধি (২) **দ্রষ্টব্য**]

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কার্যালয় ও দপ্তরের হজ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব

১। বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) হজযাত্রী পরিবহণের প্রয়োজনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, হাব ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড ও সৌদি অ্যারাবিয়ান এয়ারলাইন্স (ভবিষ্যতে আরো কোনো এয়ারলাইন্স যুক্ত হইলে সেটি সহযোগে) দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে জেদ্দা ও মদিনা এবং হজ শেষে জেদ্দা ও মদিনা হইতে সরাসরি হজযাত্রী পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হজযাত্রী পরিবহণের সহিত সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সসমূহকে তাহাদের করণীয় সম্পর্কে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং হাব এর সহিত পরামর্শক্রমে একটি টার্মস অব রেফারেন্স প্রদান;

(গ) এয়ারলাইন্সসমূহ কর্তৃক দফা (গ) তে উল্লিখিত টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী হজযাত্রী পরিবহণ নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে সৌদি আরবের জেদ্দা ও মদিনা পথের সরাসরি বিমান ভাড়া নির্ধারণ;

(ঙ) বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কর্তৃক সৌদি আরবের এক বা একাধিক স্থানে (জেদ্দা, মক্কা ও মদিনায়) অফিস স্থাপন এবং এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ হজ অফিস, ঢাকা, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দাকে অবহিতকরণ;

(চ) বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড কর্তৃক জেনারেল অথরিটি অব সিভিল এভিয়েশন সৌদি আরবের সহিত সমন্বয়ের মাধ্যমে ফ্লাইট সিডিউল নির্ধারণ;

(ছ) বেসরকারি হজযাত্রীর বিমান ভাড়ার সম্পূর্ণ ও সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর ৮০ (আশি) শতাংশ অগ্রিম গ্রহণ এবং অবশিষ্ট ২০ (বিশ) শতাংশ হজ শেষে চূড়ান্ত বিল প্রদানের পরে সমন্বয়করণ;

(জ) ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে হজযাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত এয়ারলাইন্সসমূহ বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ;

(ঝ) এয়ারলাইন্সসমূহের ফ্লাইট সংক্রান্ত সকল তথ্য সিস্টেমে যথাসময়ে হালনাগাদ না করিবার কারণে হজযাত্রীর অতিরিক্ত সময় অবস্থানকালের সমুদয় খরচ এয়ারলাইন্স কর্তৃক বহন;

(ঞ) সৌদি আরব পর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এর হজযাত্রী পরিবহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম কনসাল জেনারেল, জেদ্দা'র তত্ত্বাবধানে পরিচালনা;

(ট) হজযাত্রীর ফিরতি ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস বাংলাদেশেই প্রদান এবং কোনো হজযাত্রীর বোর্ডিং পাস হারাইয়া গেলে ডুপ্লিকেট বোর্ডিং পাস ইস্যুকরণ;

(ঠ) প্রত্যেক হজযাত্রীর বিমান ভাড়া ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ সাপেক্ষে এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ শর্ত মোতাবেক হজ এজেন্সিভিত্তিক ফ্লাইট নির্ধারণপূর্বক টিকিট বরাদ্দ প্রদান;

(ড) এয়ারলাইন্সসমূহ এজেন্সির সমসংখ্যক হজযাত্রীর নামের অনুকূলে টিকিট বরাদ্দ ও ইস্যু করিবে এবং দৈনিকভিত্তিতে টিকিট বিক্রয় এবং ফ্লাইট সিডিউল ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ সিস্টেমে হালনাগাদকরণ;

(ঢ) মৃত হজযাত্রীর সমুদয় বিমানভাড়া কোনোরূপ চার্জ ব্যতীত রিফান্ড প্রদান;

(ণ) হজযাত্রীর অনুকূলে ইস্যুকৃত টিকিটে রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার চার্জ ব্যতীত টিকিট রিইস্যুকরণ; এবং

(ত) হজ ও ওমরাহ যাত্রীর আসন No Show বা Ticket Cancellation এর ফি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল এয়ারলাইন্স এর জন্য একই নিয়ম প্রবর্তন।

২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহিত রাজকীয় সৌদি সরকারের হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সকল চুক্তি সম্পাদনে সহায়তা প্রদান;

(খ) সৌদি আরবে কূটনৈতিক যোগাযোগ, প্রটোকল, ঊর্ধ্বতন সৌদি কর্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ, বাড়ি ভাড়া, এয়ারলাইন্সসমূহের চেক-ইন, মিনার তাঁবুতে মেডিক্যাল ক্যাম্প স্থাপন, জেদ্দা ও মদিনায় হজযাত্রী পরিবহণে সহায়তা প্রদান;

(গ) সৌদি আরবে কর্মরত হজ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহযোগিতা প্রদান;

(ঘ) হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ও সৌদি সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট দ্বি-পাক্ষিক বিষয়সমূহে সার্বিক সহায়তা প্রদান; এবং

(ঙ) সৌদি কর্তৃপক্ষ ভিসা সিস্টেম ও প্রক্রিয়ায়, সময় সময়, পরিবর্তন আনলে তা যথাসময়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ।

৩। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং ইলেকট্রনিক মেডিকেল প্রোফাইল তৈরি এবং টিকা সিস্টেমের সহিত আন্তঃসংযোগের মাধ্যমে অনলাইনে তথ্য ও দলিলাদি প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হজযাত্রীর শারীরিক যোগ্যতার বিষয়টি নিশ্চিত হইয়া নির্ধারিত ফরমে স্বাস্থ্য সনদ প্রদান ও অনলাইনে হালনাগাদকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মেনিনজাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জাসহ প্রয়োজনীয় সকল প্রতিষেধক সংগ্রহ ও প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) সমন্বিত হজ চিকিৎসক দলে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের সার্বক্ষণিক সেবার মানসিকতাসহ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য হওয়ার বিষয়াদি নিশ্চিতকরণ;

(ঘ) সমন্বিত হজ চিকিৎসক দলে যাহারা একবার মনোনয়নপ্রাপ্ত হইয়া সৌদি আরব গিয়েছেন তাহাদের দ্বিতীয় বারের জন্য মনোনয়ন প্রদান না করা, তবে দলনেতা বা উপদলনেতা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(ঙ) সরকার, প্রয়োজনে, পূর্বে হজ পালন করিয়াছেন এইরূপ অন্যূন ৫ (পাঁচ) জন চিকিৎসক ও ৫ (পাঁচ) জন চিকিৎসা সহায়ক হজ করিবেন না এইরূপ শর্তে দলে অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে;

(চ) সমন্বিত হজ চিকিৎসক দলে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে দলভুক্ত করা যাইবে না;

(ছ) সমন্বিত হজ চিকিৎসক দলে মেডিসিন ও জেনারেল প্র্যাকটিশনার, বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞ, নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ, ইউরোলজিস্ট, এন্ডোক্রিনোলজিস্ট, অর্থোপেডিকস, মনরোগ বিশেষজ্ঞ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ, চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ, ডেন্টিস্ট অন্তর্ভুক্তকরণ;

(জ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমন্বিত চিকিৎসক দলের সদস্য হিসেবে চিকিৎসক, নার্স, ফার্মাসিস্ট, টেকনিশিয়ানসহ প্রয়োজনীয় সদস্যদের মনোনয়ন প্রদান;

(ঝ) হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জেলা পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালে অনুষ্ঠিত হইবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এতদুদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করিবে; এবং

(ঞ) সমন্বিত হজ চিকিৎসক দলে মনোনীত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মে অনুপস্থিতি, অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন না করিলে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করিলে তাহাকে তাৎক্ষণিকভাবে দেশে ফেরত পাঠানো এবং তাহার অনুকূলে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত প্রদান।

৪। জননিরাপত্তা বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) হজ মৌসুমে হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের নিরাপত্তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(খ) হজ মৌসুমে হজক্যাম্প ও বিমানবন্দরসমূহে হজযাত্রী পরিবহণে নিয়োজিত যান চলাচল স্বাভাবিক রাখায় সহায়তা প্রদান।

৫। সুরক্ষা সেবা বিভাগের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) হজ ও ওমরাহযাত্রীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পাসপোর্ট প্রদান;

(খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন সিস্টেমের সহিত পাসপোর্ট অধিদপ্তরের পাসপোর্ট ডেটাবেজের আন্তঃসংযোগ (Integration) স্থাপন;

(গ) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হজ ও ওমরাহ-এ গমন ও প্রত্যাগমনকারীর তালিকা দৈনিক ভিত্তিতে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় সরবরাহ;

(ঘ) দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে হজে গমনকারী ও প্রত্যাগত হজযাত্রীর ফ্লাইটভিত্তিক তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-হজ সিস্টেমে আন্তঃসংযোগ এবং ইমিগ্রেশন সম্পন্ন হওয়ার পর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে MIS রিপোর্ট প্রদান করিবে; এবং

(ঙ) যে সকল হজযাত্রী হজ শেষে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করিবে না, তাহাদের তালিকা হজ ফিরতি ফ্লাইট শেষ হইবার ১ (এক) মাসের মধ্যে ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করিবে।

৬। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) হজ মৌসুম শুরুর ১ (এক) মাস পূর্বে প্রয়োজনীয় পূর্তকর্ম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করিয়া হজ অফিস ও হজ ক্যাম্প প্রস্তুতকরণ এবং বৎসরব্যাপী রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হজযাত্রী ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে হজ অফিসে প্রয়োজনীয় পূর্তকর্ম সম্পাদন;

(গ) নিরাপত্তা এজেন্সিসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে স্থায়ী বা অস্থায়ী স্থাপনা নির্মাণ, হজক্যাম্প সজ্জিতকরণ;

(ঘ) হজক্যাম্পে হজযাত্রীদের জন্য বিশুদ্ধ পানির সংস্থানসহ প্রয়োজনীয় ইউটিলিটি সার্ভিস প্রদান;

(ঙ) হজযাত্রীদের সৌদি আরবে গমনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবসসমূহে হজ ক্যাম্প আলোকসজ্জার ব্যবস্থাকরণ;

(চ) প্রতি বৎসর হজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ হজক্যাম্পের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিমূলক কার্যসম্পাদন; এবং

(ছ) সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত সমন্বয়পূর্বক সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৭। **তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা**:—

(ক) হজ কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা হইতে শুরু করিয়া হজের নিয়ম-কানুন এবং সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা বা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) হজ মৌসুমে সম্প্রচারমূলক ও প্রচারণামূলক কর্মকান্ডে হজ অফিস, ঢাকাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান; এবং

(গ) প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন এবং হজ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জনগণকে অবহিত করিবার জন্য ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮। **জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা**:—

(ক) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে হজ অফিস, মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার জন্য সহকারী মৌসুমী হজ অফিসার প্রেষণে নিয়োগ; এবং

(খ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের চাহিদার ভিত্তিতে হজ মৌসুমে হজ অফিস, ঢাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রেষণে নিয়োগ।

৯। **বাংলাদেশ ব্যাংকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা**:—

(ক) সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া, পরিবহণসহ বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও ফি অগ্রাধিকারভিত্তিতে বৈদেশিক মুদ্রায় ছাড়করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) তফসিলভুক্ত ব্যাংক হইতে বৈদেশিক মুদ্রা স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(গ) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে হজ ও ওমরাহ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। সোনালী ব্যাংক ও অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ভূমিকা;

(ক) হজযাত্রীর লিখিত সম্মতি ব্যতীত কোনো হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন বাতিল না করা;

(খ) প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন পদ্ধতি প্রতিটি শাখায় বিস্তারিতভাবে হজযাত্রীর সুবিধার্থে প্রদর্শন;

(গ) যে সব শাখার মাধ্যমে প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্ন করিবে উহা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ;

(ঘ) নিবন্ধন কার্যক্রমে নিয়োজিত ব্যাংকসমূহ সরকার নির্ধারিত অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত করিয়া হজযাত্রীর নিবন্ধন সম্পন্নকরণ এবং নিবন্ধনের অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক পরিশোধ;

(ঙ) অনুমোদিত ব্যাংকসমূহ যথাসময়ে হজে গমণেচ্ছুকদের প্রাক-নিবন্ধনের গৃহীত অর্থ লিড ব্যাংক বরাবর স্থানান্তর;

(চ) হজ এজেন্সি বা হজযাত্রীকে হজ বাবদ কোনো প্রকার ঋণ প্রদান করা যাইবে না;

(ছ) সরকার অনুমোদিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রাক-নিবন্ধনের অর্থ জমা নেয়ার লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়ন;

(জ) ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বিমান ভাড়া বাবদ জমাকৃত অর্থ পে-অর্ডারের মাধ্যমে এয়ারলাইন্স বরাবর প্রেরণ;

(ঝ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধিত হজযাত্রীর জমাকৃত অর্থ এজেন্সির ব্যাংক হিসাব হইতে সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত এজেন্সির অন্য কোনো ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর না করা; এবং

(ঞ) অনুমোদিত ব্যাংকসমূহ সিস্টেম হইতে ইস্যুকৃত ভাউচারে অর্থ পরিশোধের তথ্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ই-হজ সিস্টেমে যথাযথভাবে হালনাগাদ করিবে।

১১। জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী হজ ব্যবস্থাপনার কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান;

(খ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(গ) হজযাত্রীর প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন করিবার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও কারিগরি সহায়তা প্রদান, মাহরামসহ একইসঙ্গে হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিবন্ধন সম্পন্ন করিয়া হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) হজ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহিত সমন্বয় করিয়া হজযাত্রীর প্রশিক্ষণসহ অনান্য কার্যক্রম সম্পাদন;

(ঙ) হজ সংক্রান্ত তথ্য কেন্দ্র স্থাপন এবং স্থানীয় পর্যায়ে হজযাত্রীর অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(চ) সরকারি হজযাত্রীর জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার অন্তর্গত সকল ইউডিসি ইউজার এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিকে প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমের উপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(ছ) হজ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে সম্পৃক্তকরণপূর্বক হজযাত্রীদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১২। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গমনে জনগণকে অবহিত, উদ্বুদ্ধকরণ এবং সরকারি ব্যবস্থাপনার সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রচার;

(খ) জেলা পর্যায়ে হজ ব্যবস্থাপনার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং হজের তথ্যাবলির জন্য ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ;

(গ) প্রাক-নিবন্ধন এবং নিবন্ধন কার্যক্রমে সহযোগিতাকরণ;

(ঘ) মাহরামসহ হজ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন একই সহিত করিবার পরামর্শ প্রদান;

(ঙ) হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

(চ) নিবন্ধনকৃত হজযাত্রীদের পাসপোর্ট ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে জমাদানে সহযোগিতা এবং হজ অফিস, ঢাকার সহিত যোগাযোগ;

(ছ) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীদের জন্য নিয়োজিত হজ গাইড নির্বাচনে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সহায়তা প্রদান; এবং

(জ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৪ (চুয়াল্লিশ) জন (কম বা বেশি) হজযাত্রীর সমন্বয়ে গ্রুপ গঠন করিয়া জেলা হজ গাইড প্যানেল তৈরি কমিটির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত গাইডদের গ্রুপভিত্তিক তালিকা রমজান মাসের ২০ তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকায় প্রেরণ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী এনামুল হাসান, এনডিসি
সচিব
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd